ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 May, 2020 ■ আগরতলা, ১ মে ২০২০ ইং ■ ১৮ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার

দিশার সন্ধানে জেলাশাসকদের সাথে বৈঠক করল স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। বহিঃরাজ্য থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, বহিঃরাজ্য থেকে আসা এক অ্যাম্বুলেন্স চালক করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন। তাই, বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করছেন। এ-বিষয়ে আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, জননিরাপত্তা সবচেয়ে প্রাধান্যের বিষয়। তাই, বহিঃরাজ্যে যাঁরা আটকে রয়েছেন তাঁদের পাশাপাশি ত্রিপুরায় এখন যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদেরও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই স্বাস্থ্য দফতর দিশা খুঁজতে বৈঠকে বসেছে।

মন্ত্রী বলেন, বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের সাথে একজন করোনা আক্রান্ত রাজ্য ঘুরে গেছেন। ওই অ্যাম্বুলেন্সের চালক বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর কথায়, আন্তঃ রাজ্য যাতায়াত শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় পাস নিয়ে বহিঃরাজ্যে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকরা রাজ্যে ফিরছেন। কিন্তু ত্রিপুরায় প্রবেশের পর তাঁদের কোথায় কোয়ারেন্টাইন করা হবে, কীভাবে রাখা হবে, কতদিন রাখতে হবে সমস্ত বিষয় নিয়ে ৮ জেলার জেলাশাসকদের সাথে স্বাস্থ্য দফতর বৈঠক করছে। তাঁর বক্তব্য, চোরাইবাড়ি এবং ধর্মনগরে বহিঃ রাজ্য থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বাড়িতে ফেরার জন্য ত্রিপুরার নাগরিকরা ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন। তাঁদের প্রতি ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তাই বহিঃরাজ্যে আটকাধীন ত্রিপুরার নাগরিকরা সাহায্য চেয়েছেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। সাথে ত্রিপুরায় এখন যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদেরও সুরক্ষিত রাখা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই ওই সমস্যার সমাধানে স্বাস্থ্য দফতর পথ খুঁজে বের করতে চাইছে। তিনি বলেন, গত ১০ দিনে ত্রিপুরার বাইরে থেকে এসেছেন এমন পণ্যবাহী ট্রাক সহ ৩,৬৭৮টি গাড়ি স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাতে ট্রাক ৩,৩৮৮টি এবং যাত্রীবাহী গাড়ি ৩৯০টি রয়েছে। তাছাড়া ৩১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

চেন্নাই থেকে উদয়পুরে আসা পরিবারের প্রতিবেশী ৪টি বাড়ির সকলকে রাখা হল কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। চেন্নাই থেকে অ্যাম্বুলেন্স-এ ত্রিপুরায় ফিরে আসা দুই পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। কারণ, গতকাল যে অ্যাম্বুলেন্সে করে তারা রাজ্যে এসেছিলেন সেই অ্যাম্বুলেন্স-চালকের শরীরে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এছাড়া উদয়পুর নিবাসী এক পরিবারের বাড়ির আশপাশের চারটি বাড়ির সকলকে বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। অতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোমতির জেলাশাসক টি কে দেবনাথ। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের কথায়, বাইখোরার ওই পরিবারের বাড়ির আশেপাশে কাউকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ, ত্রিপুরায় ফেরার পর তাদের সাথে কারোর যোগাযোগ হয়নি।

প্রসঙ্গত, বহিঃরাজ্য থেকে রাজ্যে ফিরে করোনার সংকেত চিন্তা বাড়িয়েছে বলে স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সমস্ত ঘটনা বহিঃ রাজ্য থেকে প্রবেশের কারণেই ঘটেছে। এই বিষয়ে গোমতির জেলাশাসক টি কে দেবনাথ বলেন, গত সোমবার চেন্নাই থেকে অ্যাম্বুলেন্সে রাজ্যের দুই পরিবার ফিরেছেন। ওইদিন অনেক রাতে তারা উদয়পুরে পৌঁছেছিলেন। তাই ওইদিন উদয়পুর এবং বাইখোরার দুই পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। সাথে অ্যাম্বুলেন্সের দুই চালককেও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। তিনি জানান, তাদের করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ না হওয়ায় গতকাল নমুনা সংগ্রহের পর পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থেকে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়।

গোমতির জেলাশাসক বলেন, অ্যাম্বুলেন্স চালকদের ২৮ এপ্রিলের মধ্যেই ত্রিপুরা ছাড়তে হবে, এই শর্তের কারণে তারা মঙ্গলবারই তামিলনাড়ুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। গতকাল তাদের রিপোর্ট এসেছে। তাতে অ্যাম্বুলেন্সের একজন চালকের শরীরে করোনা পজেটিভ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। বাকিদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

গোমতির জেলাশাসক বলেন, টিএন ০৭ এবি ৭২২১ নম্বরের অ্যাম্বুলেন্সটি গতকাল পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি এলাকায় আটকানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত হলেন প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুর

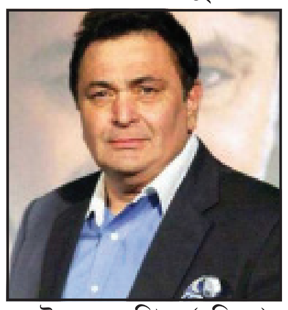

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল (হি স): বলিউড অভিনেতা ইরফান খানের অকাল-প্রয়াণে এমনিতেই শোকস্তব্ধ সমগ্র ভারত। শোকস্তব্ধ ভারতবাসীর জন্য আরও একটি দুঃসংবাদ! প্রয়াত হলেন প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার তিনি মুম্বাইয়ে একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৯৫২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের চেম্বুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঋষি কাপুর। অভিনয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রীড়া জগতে নক্ষত্র পতন চুনী গোস্বামীর জীবনাবসান

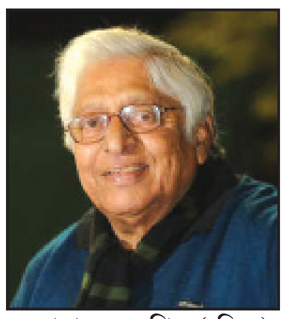

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স): ফের ক্রীড়া জগতে নক্ষত্র পতন। বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামী। মৃত্যুকালে ফুটবলালের বয়স হয়েছিল ৮২। ফুটবলারের মৃত্যুতে ক্রীড়া মহলের পাশাপাশি অন্যান্যদের মধ্যেও গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য,বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.২৫ নাগাদ যোধপুর পার্কের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চুনী গোস্বামী। এদিন বেলা বারোটা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এগ্রি এন্টারপ্রেনার ফেসিলিটেশন ডেস্ক মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রাজ্যে এগ্রি এন্টারপ্রেনার ফেসিলিটেশন ডেস্ক তৈরি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভা। আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, অতীতে ত্রিপুরায় এই ধরণের কোন পরিকাঠামো ছিল না।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের ডাইরেক্টরেটে এই ডেস্ক তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরা সরকারও কৃষিকেই অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় যারা কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করতে চায় তাদের অনেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের, ন্যাশনাল হর্টি বোর্ডের এবং নাবার্ডের বিভিন্ন ভর্তুকী সম্পর্কে জানেন না। তাই ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে কৃষিভিত্তিক ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে এবং উদ্যোগীদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল হর্টি বোর্ডের এবং নাবার্ডের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য এগ্রি এন্টারপ্রেনার ফেসিলিটেশন ডেস্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তাঁর কথায়, এই ডেস্কটি পরিচালনার জন্য সফেদের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে যাদের এম বি এ সহ কৃষি-তে ডিগ্রী এবং মার্কেটিং অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এরজন্য ত্রিপুরা সরকারের বছরে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। তিনি বলেন, মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচারের টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রুপ ফাণ্ড থেকে এই টাকা ব্যয় করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল, লেবু, আনারস এবং সাদামূলা উৎপন্ন হয়। সেগুলিকে ভিত্তি করে কিভাবে শিল্পের উন্নয়ন করা যায় এবং রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা যায় সেজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ে যুবকদের আগ্রহী করে তুলতে আগামী ১ বছরে ২ হাজার যুবককে সচেতন করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে তেলিয়ামুড়ায় ধরনায় শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে ধরনা দিলেন সর্বশিক্ষা প্রকল্পের এক শিক্ষক। তিনি আজ অবসরে গেছেন। আরও এক বছর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে তিনি ধরনা দিয়েছেন।

সর্বশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক মৃণালকান্তি রায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর এলাকায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে আজ সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধরনা দেন। তিনি ২০০৭ সালে ওই প্রকল্পে শিক্ষক পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আজ তিনি চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। কিন্তু বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আরও এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানান তিনি। তা সম্ভব নয়, জানানোর পর তিনি ধরনায় বসে যান। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে এবং ধরনা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মৃণালবাবু কিছুতেই ধরনা প্রত্যাহারে রাজি হচ্ছিলেন না। বাধ্য হয়ে পুলিশ তাঁকে তুলে থানায় নিয়ে যায়।

এ-বিষয়ে মৃণালবাবু বলেন, এখন লকডাউন চলছে। তাই চাকরি থেকে অবসরে পাঠানোর বদলে আরও এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করাই উচিত। ওই দাবিতেই ধরনা দিয়েছিলাম। এখন পুলিশ আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিত দেববর্মা বলেন, মৃণালকান্তি রায় তৃসাবাড়ি স্কুলে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষাটোর্ধ বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। রহস্যজনক মৃত্যু এক বৃদ্ধার। ঘটনা বৃহস্পতিবার খোয়াই এর বারবিল গ্রামে। মৃত মহিলার নাম অঞ্জলি আচার্য। বয়স ৬৮ বছর। নিজ ঘরের বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মহিলার মৃতদেহ। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তানিয়ে সংশয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বিষয়টি নজরে আসে বারবিল এলাকার জনগণের। খবর যায় পুলিশে। ছুটে আসে খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় খোয়াই হাসপাতালের মর্গে।

উল্লেখ্য, মহিলা একমাত্র ছেলের সাথেই নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। ছেলের বউ এবং নাতি-নাতনিরা দুইমাস পূর্বে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। ছেলে অমলেশ আচার্য দিবারাত্রি নেশাগ্রস্ত হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল বসত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ এপ্রিল।। নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই একটি বসত বাড়ি। দেড় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি। ঘটনা উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার লক্ষী নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে। এই বাড়ির মালিক জয়নুল হোসেন এর মৃত্যু হয় কিছুদিন আগে। উনার স্ত্রী রিনা বেগম বাপের বাড়িতে তাই বাড়িতে কেউ নেই।

এমত অবস্থায় তাদের বাড়িতে আজ আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা। পাশের বাড়ির এক মহিলা জানিয়েছেন রিনা বেগমের ঘরের শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগেনি কারণ তার ঘরের লাইন বন্ধ করে উনি নিজেই রেখেছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শুক্রবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শনিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২০০ ▫ ১ মে ২০২০ ইং ▫ ১৮ বৈশাখ ▫ শুক্রতবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। -কবির এই চিরন্তন সত্য চিরকার মানব সমাজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকিবে। পৃথিবীতে যখন সঙ্কট ঘনিভূত হইয়াছে তখনই ক্ষুধার রাজ্যে জীবকূল আকূল আর্তি নিয়া দুহাত পাতিয়া কী যেন চাহিতে চাহে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পূর্ণিমার চাঁদকে যেন ঝলসানো রুটি মনে করিয়া আহার হিসাবে সেবক করিতে চায়। বর্তমান সময়েও সহস্রশির মহানাগের ন্যায় মাথা তুলিয়াছে ক্ষুধার মহামারি। ভারতের অগণিত জনপদ হইতে কাতর আবেদন আসিতেছে অন্ন চাই। হাতের সঞ্চয় ফুরাইয়াছে, ঘরের চাল ফুরাইয়াছে, অথচ রোজগারের উপায় নাই। লৌহকপাটের ন্যায় সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছে অতিমারি। কবে ইহার শেষ, কবে জীবন ছন্দে ফিরিবে, তাহার উত্তর নাই বলিয়া অনাহারের আশঙ্কা বাড়িতেছে। ক্ষুধার এই করাল রূপ ভারত দীর্ঘ দিন দেখে নাই। মনে হইয়াছিল, দুর্ভিক্ষ এখন ইতিহাস। দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়াছে, খাদ্যের অধিকার আইন পাশ হইয়াছে, খাদ্য সুরক্ষার জন্য বিবিধ প্রকল্প চলিতেছে। বন্ধ চা বাগান অথবা প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম হইতে কখনও দুই একটি অনাহারে মৃত্যুর খবর আসিলে সেগুলি অনেকের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। সেই 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' আর্তি আর ফিরিবে না, এমনই মনে হইয়াছিল। আজ দিল্লি আইআইটির সমীক্ষা বলিতেছে, তিরুপুর, আহমেদাবাদ, দিল্লিতে গৃহবন্দি পরিযায়ী শ্রমিকের অধিকাংশ খাদ্যের অভাবে বিপন্ন। বহু খেতমজুর পরিবার রেশন পায় নাই। সরকারি ও অসরকারি ত্রাণ যাঁহাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে নাই, তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করিয়াছেন, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মৃত্যুকে ছাড়াইতে পারে অনাহারে মৃতের সংখ্যা।এই বিপুল বিপর্যয়ের মোকাবিলার কাজটি সরকারি প্রকল্পের বাঁধা ছকে ফেলিতে চাহিলে বিপন্নতা আরও বাড়িবে। সরকারি প্রকল্পের গোড়াতেই যোগ্যতা বিচার করিবার একটি পর্ব থাকে। আবেদন হইতে সুবিধা-দান পর্যন্ত অনেকগুলি ধাপ পার হইতে হয়, তাহার প্রতিটিতেই অযোগ্যকে বাদ দিবার প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। এই পদ্ধতি এখন অচল। ক্ষুধার অন্ন পাইবার যোগ্য নহে, এমন কেহ কি থাকিতে পারে? আর্ত ব্যক্তি কোন রাজ্য, এমনকি কোন দেশের নাগরিক, কাহার কোন রঙের রেশন কার্ড, তাহা বিচার করিবার সময় এখন নহে। এখন পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদে, পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্নশালা খুলিতে হইবে। যে খাইতে চাহিবে, তাহাকেই খাদ্য দিতে হইবে। ধরিতে হইবে, যে ক্ষুধার্ত নহে, সে ত্রাণগ্রহণের লজ্জা ও ত্রাণের নিম্নমানের খাদ্য লইবার দুঃখ স্বীকার করিবে না। দ্রুত এই ব্যবস্থা চালু করিতে সরকার অসরকারি সংগঠনগুলির সহায়তা লইতে পারে, কিন্তু ত্রাণকার্যে সমন্বয় এবং ত্রাণসামগ্রী জুগাইবার মূল দায়িত্বটি সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। একদা বিশ্বযুদ্ধের মোকাবিলায় গৃহীত প্রশাসনিক নীতির জন্য বাংলার মানুষ খাদ্যবঞ্চিত হইয়াছিল। আজ অতিমারি রুখিতে গৃহীত নীতির জন্য সরকারি গুদামে যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও অগণিত মানুষ অর্ধাহারে রহিয়াছে। অন্ন তাহাদের নাগালের বাহিরে। প্রসঙ্গত, এই সময়েই সরকারি গুদামের উদ্বৃত্ত চাল হইতে অ্যালকোহল উৎপাদনের উদ্যোগ করিতে চাহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাহা ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতার পরিচয় নহে।

ক্ষুধার্তের প্রতি প্রথম কর্তব্য সহৃদয়তার প্রদর্শন। 'যথেষ্ট হইল', এই মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রয়োজন যথেষ্ট বরাদ্দ। কেন্দ্র যে ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে, তাহা জাতীয় উৎপাদনের এক শতাংশেরও কম। অর্থনীতিবিদরা বলিতেছেন, ইহাতে দরিদ্রের চাহিদা মিটিবে না, অর্থনীতিও উজ্জীবিত হইবে না। ভারতে চৌদ্দ কোটি মানুষ কাজ হারাইয়াছেন, লকডাউন উঠিবার পরেও রোজগারহীনতা সহজে ঘুচিবার নহে। অতএব একটি দীর্ঘ সময় ধরিয়া বিপন্নের ঘরে ঘরে ক্ষুধার অন্ন এবং আর্থিক অনুদান পৌছাইতে হইবে। কী প্রকারে এই কর্তব্য পালন করা হইবে, কী করিয়া সরকারি সহায়তা সকলের নিকটে আনা সম্ভব, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে এখনই তাহার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা করিতে হইবে। ক্ষুধার্ত নাগরিকের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়াই সরকারের প্রথম কর্তব্য। অন্যথায় মানব সভ্যতা অনাদরে অবহেলায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই মানব সভ্যতা বাঁচিয়া থাকিবে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটক পরিযায়ী নাগরিকদের স্বরাজ্যে ফেরাতে বাস নামাল রাজস্থান সরকার

জয়পুর, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়েই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটক পরিযায়ী নাগরিকদের স্বরাজ্যে ফিরতে বিধি শিথিল করল রাজস্থান সরকার। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার পরিযায়ী নাগরিককে নিজেদের রাজ্যে ফেরত পাঠাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজস্থান সড়ক পরিবহণ নিগমের বাসে তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই পরিযায়ী নাগরিকদের অধিকাংশ হরিয়ানা আর মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। লকডাউন পর্ব শুরু হওয়া ইস্তক পরিযায়ী নাগরিকরা স্বরাজ্যে ফিরতে রাজস্থান সরকারের সাহায্যপ্রার্থী। জানা গিয়েছে, সরকারি খাতায় প্রায় ৬ লক্ষ পরিযায়ী নাগরিকের নাম নথিভুক্ত। প্রায় ২৬ হাজার নাগরিককে মধ্যপ্রদেশ সীমান্ত অবধি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২ হাজার নাগরিককে হরিয়ানা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মুলত পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলি থেকে এঁদের বাসে তোলা হয়েছে। গ্রীষ্মের মরশুমে কৃষিকাজে সহযোগী হিসেবে এঁরা সেই জেলাগুলোতে জমায়েত করেছিলেন। দুঙ্গারপুর ও সিরোহি থেকেও একইভাবে পরিযায়ী নাগরিকদের নিজেদের রাজ্যে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি রাজস্থানের কয়েকজন, যারা ভিন জেলায় কর্মরত, তাঁদেরও নিজেদের জেলায় ফিরিয়ে এনেছে সরকার। এমনটাই রাজ্য সরকারের একটা সূত্রের দাবি। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের এক কর্তা বলেছেন, 'আশ্রয় শিবিরে যারা রয়েছেন, তাঁদের আগে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।রাজস্থানের মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিব, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখেছেন। সরকারি পোর্টালে যাদের নাম নথিভুক্ত, ধাপে ধাপে তাঁদের স্বরাজ্যে ফেরাচ্ছে প্রশাসন।'

একাধিক অভিযোগ তুলে পথে বামেরা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স): করোনা আবহে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন।কিন্তু লকডাউনের মাঝেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে পথে নামল বামেরা। বৃহস্পতিবার হো চি মিন মূর্তির নিচে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ইসু নিয়ে প্রতিবাদ দেখায় বামেরা। করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ রাজ্য সরকার, ভেঙে পড়েছে গণবণ্টন ব্যবস্থা, রেশনে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি, এরকম নানান অভিযোগ তুলে কলকাতায় প্রতিবাদ দেখায় বাম নেতারা।

এদিন প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু,বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও আরও অনেক বাম নেতারা।

বুধবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"অডিট কমিটি আমি তৈরি করিনি"। এরপরই বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে নেমে রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "কালকে আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছি।উনি সেখানে বলেছেন আমি অডিট কমিটি সম্পর্কে জানতাম না।আমি অডিট কমিটির কেউ না। আমার মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অডিট কমিটির কেউ না।কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নলেজ এর বাইরে অডিট কমিটির হয় কিভাবে !এরকম হলে তো সরকারের দুরবস্থা হবেই। তথ্য গোপন করে করোনার মত মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না"।

ইরফান কখনও নিজের স্বার্থের জন্য ধর্মের কার্ড খেলেননি

আর কে সিনহা

একদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর দাপট অন্যদিকে ইরফান খান ও ঋষি কাপুর এর মতন প্রথিতযশা বলিউড অভিনেতাদের প্রয়াণে শোকের অতলে তলিয়ে গিয়েছে দেশবাসীর মন। দুজনেই অসাধারণ শিল্পী ছিলেন। দু"জনেই প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে হিন্দি চলচ্চিত্রে নিজেদের ছাপ রেখে গিয়েছেন।

ভাল অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ ছিলেন ইরফান খান। খুব ভেবেচিন্তে কোন বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন তিনি। যদিও তিনি সাধারণত চলচ্চিত্র জগতের বাইরে অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন না। কিন্তু যখন বলতেন তখন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনত। বাকি তারকাদের থেকে আলাদা ছিলেন তিনি। আসলে তিনি একজন শিল্পী ছিলেন, তারকা নন। তিনি নিজেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে প্রতিপন্ন করার আকাঙ্ক্ষা কখনও করেননি। তিনি ভারতে থাকতেও কোনওদিন ভয় পাননি।এমনকি কখনও "মাই নেম ইজ খান" এর তকমাও খাড়া করেননি। অন্ধকার জগতের টাকায় ফুলে-ফেঁপে ওঠার বাসনাও নিজের মনে কখনও জন্মাতে দেননি। যেসকল চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন তাতে তিনি মিলে মিশে গিয়েছিলেন।পিকু, লাঞ্চ বক্স, মকবুল, হিন্দি মিডিয়ামের মতো তাঁর ছবিগুলি দেখে মনে হয় প্রতিটি চরিত্রই তাঁর জন্য তৈরি হয়েছিল।তিনি সারা জীবন প্রকৃত অর্থেই সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন।

ইরফান কখনও নিজের স্বার্থের জন্য ধর্মের কার্ড খেলেননি।নিজের ইসলাম ধর্মকে তিনি যেভাবে সম্মান দিতেন।তেমনি প্রতিটি ধর্মকেই একইভাবে সমীহ করতেন। তিনি কখনও হিন্দু দেবদেবীদের অপমান করেননি।তিনি কখনও পুরস্কার ফেরত দেওয়া গ্যাংয়ের সদস্য ছিলেন না।তিনি সর্বদা একজন সত্যিকারের শিল্পী হিসাবে থেকে গিয়েছেন।ইরফান খানের মৃত্যুতে শোকের ঢেউ উঠে গিয়েছে। যা থামবার নাম করছে না। তিনি সত্যিই দেশকে ভালোবাসতেন।

ইরফানের অভিনয় ক্ষমতা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি ভারতবাসীকে প্রভূত আনন্দ দিয়ে গিয়েছেন নিজের শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে। ভারতের শ্রমজীবী মানুষের মুখে নিজের অভিনয় দিয়ে সুখ এনে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার পদবী খান এবং তিনি জাতে মুসলমান হওয়া নিয়ে একেবারেই চিন্তিত ছিলে না ভারতবাসী।এই দৃষ্টিকোণ বোঝাটা জরুরী। ইরফান খানকে যে ভাবে দেশবাসী ভালবেসেছে তাতে মুসলমানদের বুঝতে হবে যে মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করে না।আপনি কি ভাবে দেশ এবং দেশবাসীর হিতের জন্য কাজ করে গিয়েছেন সেটাই দেখে দেশবাসী।আপনার সংস্কৃতি উর্দু, কওয়ওয়ালি, গজল এবং রন্ধন নিয়ে কারও কোনও আপত্তি নেই।কেউ তাজমহলকে ঘৃণা করে না। সমগ্র দেশ শহীদ আবদুল হামেদ ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে কালামকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকেন।তাকে দেশের নায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।তাদের জন্য দেশ গর্বিত।কিছু দিন আগেও তো দাড়িওয়ালাদের থেকে সারা দেশে কারওই কোনও সমস্যা ছিল না।বোরকা

পরা লোকদের কারও কোন আপত্তি ছিল না।

তবে মানুষের চিন্তাভাবনা বদলেছে কারণ সম্প্রতি এই সকল দাড়িওয়ালারা অনেক অপকর্ম করেছে।শিখদেরও দীর্ঘ দাড়ি থাকে।তাদের নিয়ে কারও কোনও সমস্যা নেই।খ্রিস্টানদের পোশাকও কখনই কারও অসুবিধে হয়নি।খ্রিস্টান মিশনারীদের দেখলে শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। একজন মুসলমানের দীর্ঘ দাড়ি এবং হিজাব দেখে কি একইরকম মনোভাব তৈরি হয়? আপনি কি মনে করেন যে দীর্ঘ দাড়িওয়ালা একটি পুরুষ এবং একটি হিজাব পরা মহিলা সমাজসেবায় নিযুক্ত থাকতে পারে? ইরফান খানের মৃত্যুর পর দেশের মুসলমানদের সেই অংশকে মেনে নিতে হবে যে কেউ তাদের ঘৃণা করে না।তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি হয়।

ইরফান খানের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে।কিছু চলচ্চিত্র লেখক তাকে অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারা নিজেদের জায়গায় সঠিক হতে পারেন।তবে নাসিরউদ্দিন শাহের মতো ইরফান ভারতকে কখনও ভয় পাননি। নাসিরউদ্দিন শাহকেও ভারতের কোটি কোটি সিনেমা প্রেমীরা গভীর ভাবে ভালবেসে গিয়েছে। তবে ভারতে থাকতে শাহ ভয় পান। ২৬ / ১১- মুম্বই হামলায় নাসিরউদ্দিন শাহ ভয় পাননি।

এমনকি কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতদের হত্যা করা হচ্ছিল তখনও নাসিরউদ্দিন শাহকে ভয় পাননি।নাসিরুদ্দিন শাহের মতো লোকরা কান খুলে শুনে নিক যে ভারতের নায়ক আব্দুল কালাম থেকে শুরু করে ইরফান খান এবং আজিম প্রেমজি থেকে আবদুল হামিদের মতো লোক থাকবে। দেশপ্রেম এবং জনসেবার কারণে তারা প্রকৃত দেশের নায়ক হয়ে উঠেছেন। এই দেশ কখনই জাকির নায়েক এবং তবলীগী জামায়াতের মাওলানা সাদকে নিজের নায়ক বলে মেনে নেয়নি। ভারতের রক্তে ধর্মনিরপেক্ষতা রয়েছে।মনে রাখতে হবে ভারতীয় বায়ু সেনার প্রধান ইদ্রিস হাসান লতিফ ছিলেন। তবে কিছু লোকের কাছে ভারতের সব খারাপ লাগে।এখানে আমি বলতে চাই যে, মুসলমানদের একটি অংশকে কিছু দেশবিরোধী শক্তি উসকে দিয়েছে।

এবার আসা যাক ঋষি কাপুরের প্রসঙ্গে। ববি, লায়লা মজনু, আমার আকবর অ্যান্টনি, মুলকের মতো তাঁর চলচ্চিত্রগুলি সমস্ত ধর্মের শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পেয়েছে। পুরানো দিল্লির মুসলিম মহিলারা লায়লা মঞ্জনুর ছবি দেখতে জামা মসজিদ সংলগ্ন "জগত" সিনেমা হলে পালকিতে করে দেখতে আসতেন। আসলে ভারতীয় সমাজ এবং সিনেমার চরিত্রটি মূল হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ।দুঃখের বিষয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নেতিবাচক শক্তি এই কাজ করে থাকে। এমএফ হুসেন যখন দেবীর আপত্তিজনক চিত্র এঁকেছিল। তখন অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলেছিল হুসেন কাজ নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। ইরফান খান কখনও এ জাতীয় কাজ করেননি। সুতরাং, তাঁর মৃত্যুতে পুরো দেশ শোকে বিহ্বল সুতরাং এমএফ হুসেন এবং মওলানা সাদ নয়, ইরফান খান দেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

মে দিবসের ভাবনা

।। বিশেষ প্রতিনিধি।।

'মহামতি কালমার্কস দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের কথা বলেছেন। মার্কসের বস্তুবাদকে মার্কসবাদীরাই যে দ্বন্দ্বাত্মক করে তুলবেন— তা মার্কসও কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি।' এই দাম্ভিকতাই জন্ম দিয়েছে লেনিন, স্তালীন, সুচি মিন মাও সে তুংয়ের মতবাদ। এর আগে জন্ম হয়েছিল ডাঙ্গেপন্থী, চারু মজুমদার পন্থী। এতগুলো মত পথ সৃষ্টির একটাই কারণ মার্কসবাদ নিয়ে এগুতে গিয়ে এরা সবাই 'দ্বন্দ্বে' পড়ে হাবুডুবু খেয়ে শেষ পর্যন্ত একেকজন এক একটা করে মতবাদের জন্ম দিয়েছেন।

লেনিনের দিকেই তাকান, ১৯১৭ সালে কর্ষক পুত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে জার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিয়ে রাশিয়াতে ক্ষমতা দখল করে নেন কমিউনিস্টরা। মার্কসবাদ তথা কমিউন বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে রাশিয়া। লেনিন ১৯১৯ সাল তথা দুই বছর পর 'কিচেন গার্ডেন' শব্দটা ব্যবহার করে নতুন অর্থনীতি দেন। যা কেবল হয় ন্যাপ বা নিউ ইকনমিক্স পলিমিয়া লাগু করেন লেনেন সাহেব। অর্থাৎ মার্কসবাদ নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে এর মধ্যেই সংশোধন অনেন।

কমিউনিস্টরা যে দলকে বুর্জোয়া দল বলতেন সেই দল উদারনৈতিক বুর্জোয়া দলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তাই কংগ্রেস সহ এ ধরণের বুর্জোয়া দলগুলোকে শ্রেণি বিন্যাসের কবজ পরিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে কর্মী ও জনগণের মধ্যে। উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণি বিন্যাসের কথা বলেননি মার্কসবাদ তত্ত্ব। সরাসরি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির কথাই বলেছেন। শ্রমিক শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লবের কথাই বলেছেন।

অবশ্য যেদিন লেনিন ব্রিটেন বিপ্লব করতে না পেরে রাশিয়াতে বিপ্লব (?) করেছিলেন, সেইদিন তো মার্কসবাদ এর ঐতিহাসিক মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো। কারণ মহামতি কালমার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পরিস্কার বলেছিলেন, যেখানে পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। মার্কস সাহেবের ইতিহাস বিশ্লেষণ তো ব্রিটেনে প্রথম বিপ্লব হওয়া উচিত ছিলো। আর বিপ্লব করার কথা তো ছিল শ্রমিকদের। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনে বিপ্লব না হয়ে রাশিয়াতে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয়েছে--- আর তা করেছে কর্ষকদের সন্তানরা তথা কর্ষক সমাজ। সেই দিনেই কি কার্লমার্কসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণ হয়ে যায়নি? সেই দিনই মার্কসবাদের ঐতিহাসিক মৃত্যু হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তো এক শ্রেণি ভণ্ড মনস্তত্ত্বের মানুষ মার্কসবাদের কঙ্কালটাকে কাধে তুলে নিয়ে দেশ বিদেশে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। মার্কসবাদীরা যখন বঙ্গে ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাত্ত্বিক নেতা, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন পরিস্কার ভাবেই বলেছিলেন ক্ষমতায় আসার আগে ভাবতাম মার্কসবাদ বাস্তব সত্য। কিন্তু ক্ষমতায় বসে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিরুপমবাবু মার্কসবাদের পর বেশ কটা বই লিখেছেন। সেই বইগুলো এখন বস্তাবন্দী হয়ে আছে। আর নিরুপম সেনের কথা আর কেউ বলেন না। সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বাই শিল্পপতিদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিনিয়োগ ভিক্ষা করতে।

শ্রমিকদের রক্তে ভেজা লাল পতাকা মাথার উপর রেখে ভারতের লক্ষ কোটির মালিক শিল্পপতি সাথে বিনিয়োগের তথা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

যদি রতন টাটা বুর্জোয়া শ্রেণি বিন্যাসের আওতায় আসেন— তবে আমার মনে হয় ওইসব জটিল শব্দগুলো ব্যবহার করে মুখে রঙ-চঙ মেখে আসল চেহারাটা ঢেকে রাখার প্রয়াস না করাই ভালো। কারণ, এ দেশের মানুষ যে আদর্শ বা জ্ঞান ভাবনা যে একেবারেই করেন না বা এই সম্পর্কে তথা সামাজিক অর্থনৈতিক জ্ঞান বা ভাবনা যে একেবারেই নেই। তার তো প্রমাণের কোনো অভাব নেই। তবে শুধু শুধু ছদ্মবেশ ধারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সরাসরি কংগ্রেসের মতো বলে দেয়াই ভালো নয় কি? মার্কসবাদ যে মরে কঙ্কাল হয়ে গেছে সেটা মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়? আমি তো কোনো অসুবিধা দেখতে পাই না। 'দাড়কাক' যেমন নিজে চোখে বুজে খাদ্য লুকিয়ে রেখে মনে করে কেউ দেখেনি। মার্কসবাদীরা তো সে রকমই হয়ে গেছেন। তারা নিজেরা চোখ বুঝে যে কোনো শব্দের জাল বিছিয়ে দিয়ে মনে করেন— কেউ বুঝতে পারেননি। সেই ধরণের হিপোক্রেসী না করাই ভালো। তা না হলে এই হিপোক্রেসী করার জন্য বিরাট মূল্য দিতে হতে পারে। যেমন ইন্দোনেশিয়াতে এক সময় কমিউনিস্টরা মূল্য দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেও মানুষ এখন আরও বেশি বিরক্তিতে ভোগছেন। তাছাড়া বর্তমানে পুঁজিবাদ অনুগামীরা আরও বেশি হিংস্র হয়ে আছে। কারণ এটাই ব্যস্ত যুগের শেষ পর্যায়। পুঁজিবাদের মৃত্যু ঘটতে চলেছে স্বাভাবিক নিয়মে।

মার্কসবাদীদের মনে রাখা উচিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের পতনের পূর্ববর্তী স্তরে প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ যে 'গ্লাস্তনস্ত' ও পেরেস্ত্রেকার' আমদানী করেছিলেন তার উৎস ছিল তা অবশ্যই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভের চিন্তাধারা। আর ক্রুশ্চেভের চিন্তাধারা পুষ্ট হয়েছিল ট্রটস্কির ভাবধারা।

প্রথমেই দেখা যাক লেনিন ও স্তালীন সম্বন্ধে ট্রটস্কি কি মনে পোষণ করতেন। ১৯১৩ সালে একটা পত্রে ট্রটস্কি বলেছেন— বর্তমান সময়ে লেনিনের সমগ্র ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এটির নিজ পচনের বিষাক্ত উপাদান রয়েছে--- এটির অভ্যন্তরেই ট্রটস্কির দি রেভিলিউশন বিট্রেইড গ্রন্থে লিখেছেন স্তানিলবাদ ও ফ্যাসিবাদ... হলো সমচরিত্রের প্রক্রিয়া। উভয়ের বহু উপাদানের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের পরে লেনিন যে নোতুন অর্থনীতি চালু করেন, ট্রটস্কি তার সোভিয়েত ইকনমি ইন ডেঞ্জার গ্রন্থে স্তালিনের নেতৃত্বে ভিন্নধর্মীয় পুঁজিবাদের কথা বলেন। মার্কসবাদীরা ক্রুশ্চেভকে সংশোধনবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী হোন আর না হোন। কিন্তু কমিউনিস্ট হয়েও তিনিও যে কমিউনিস্ট ভাবধারার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাকে অস্বীকার করা যাবে কিভাবে? আমার বক্তব্য এখানেই। কমিউনিস্ট ভাবধারাকে তুলোধুনো করেছেন তো কমিউনিস্টরা। ক্রুশ্চেভ কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটবে। তিনি বলেছিলেন, পার্টি হলো শ্রেণির উর্দ্ধে থাকা সমগ্র সমাজের অগ্রণী বাহিনী, এতএব শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র হতে পারে না। রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে মার্কসবাদ শুধু খণ্ড সৃষ্টি ভঙ্গি থেকে জন্ম নেয়নি--- অবৈজ্ঞানিক।

খণ্ড ও অবৈজ্ঞানিক একটা দর্শন সমাজ বা মানুষের কতো বড় ক্ষতিকারক তা মার্কসবাদ দর্শনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই দর্শনের অনুগামীরা একেকটা দেশে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝড়িয়েছে। কিন্তু আজও দর্শনের কল্পিত সমাজ উপহার দিতে পারেনি বিশ্বকে। কট্টর মার্কসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিন সুপরিচিত। সেই চিনে ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দশ বছর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাল যে মাওসে তুং চিনে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনিই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কেননা তিনি মনে করেছিলেন সরকার, সেনাবাহিনী সাংস্কৃতিক জগতে তথা বিভিন্ন সংগঠনে বুর্জোয়ার ঢুকে পড়েছে, সুতরাং তাদের ঝেটিয়ে বিদেয় করো। শুরু হলো মারণযজ্ঞ। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে লাল করে দেয়া হয়েছিল চিনের মাটি। সেই চিন আজ উদার অর্থনীতি তথা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। ধণতন্ত্রের সাথে শান্তিপ্রিয় সহবস্থান ও প্রতিযোগিতায় যুগ দিয়েঘে চিন। বিশ্বায়নের নামে ধনতান্ত্রিক এবং অর্থনীতির সাথে এক সূত্রে গেছে চিন। কিন্তু প্রশাসনটা থেকে গেছে কমিউনিস্টদের হাতে। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের শাসিত দেশে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ থৈ থৈ করে নৃত্য করছে। এখন চিনকে কোনো তালিকায়। শাসন ক্ষমতা হাতে রেখে পুঁজিবাদের রাস্তায় হাঁটা। যা মার্কস সাহেবের দর্শন মার্কসবাদের একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা। এতে অবশ্য কোনো মার্কসবাদীর মুখ থেকে একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে যখন সিপিএমের নেতৃত্বে মার্কসবাদী জোট ক্ষমতায় ছিলো। তখন পশ্চিমবঙ্গের সরকার পুঁজিবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি নিয়ে চলায় ও বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেয়ায় কট্টর কমিউনিস্টরা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিলেন। যাদের নকশালপন্থী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিলা তাদের নির্বিবাদে হত্যা করা হয়েছিলো।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস উদ্যোগে আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

অজানা রোগ, মৃত্যু বহু শূকরের, উজান অসমের ছয় জেলায় মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা রাজ্যের

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব তথা দেশজুড়ে মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যেই অসমে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু শূকরের মৃত্যু হয়েছে। ফলে রাজ্যের শূকর পালকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও এক ধাপ বেড়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার অসমের ছয় জেলা যথাক্রমে ধেমাজি, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর, ধেমাজি, যোরহাট এবং বিশ্বনাথে শূকরের মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেম এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, রাজ্যে এখন পর্যন্ত যে প্রায় ২০০০ শূকরের মৃত্যু হয়েছে, তারা 'সোয়াইন ফিবার'-এ আক্রান্ত ছিল। বেসরকারি তথ্য মতে এই সংখ্যাটি আরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, শুধু শিবসাগর জেলাতেই ১,১২৮টি শূকরের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি বিরোধী যুবশক্তি অসম নামের এক সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের ৬ জেলায় শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। সংগঠনের সভাপতি ধর্মকান্ত গগৈয়ের কথায়, উজান অসমে লক্ষ লক্ষ শূকর পালন করেই বেকার যুবকরা স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাঁদের পেটে-ভাতে না মেরে শূকরদের রোগ নিরাময়ের উপায় খুঁজে বের করার দাবি জানান তিনি। এছাড়া খুব শীঘ্র বাজারে শূকরের দানাখাদ্য সহজলভ্য করার পাশাপাশি শূকর পালকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন ধর্মকান্ত। এদিকে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা বৃহস্পতিবার মাজুলি সফর করেছেন। কমলাবাড়ি ফেরি করে মাজুলির উত্তর কমলাবাড়ি সত্রে গিয়ে তিনি কৃষকদের সমস্যা খতিয়ে দেখেছেন। সেখানকার সত্রাধিকার জনার্দন দেবগোস্বামীকে নিয়ে বৈষ্ণবদের সঙ্গে স্ট্রবেরি খেতেও গিয়েছেন মন্ত্রী। নিজের হাতে একটি স্ট্রবেরি খেয়ে উৎপাদকদের প্রশংসা করেন। সেখানে চাষের খেতে গিয়ে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনেন মন্ত্রী বরা।এদিন মাজুলির জেলাশাসকের কার্যালয়ে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, শূকর পালকদের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তার পর এর একটি বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ কর হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী। এদিকে ভিন রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই বহু যুবক নিজের রাজ্য অসমে ফিরে এসেছেন। তাদের কৃষি কাজে কর্মসংস্থাপন দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা। প্রসঙ্গত, শূকরদের অজানা রোগ থেকে বাঁচাতে ২২টি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরও অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে হাজার হাজার শূকরের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে সেখান থেকে শূকরদের নমুনা সংগ্রহ করে ভোপালের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, জানান প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী অতুল।

শেষ ত্রৈমাসিকে রিলায়েন্স জিও-র মুনাফা বেড়েছে প্রায় ১৭৭ শতাংশ

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): শেষ ত্রৈমাসিকে রিলায়েন্স জিও-র নিট মুনাফা এক লাফে বেড়েছে প্রায় ১৭৭ শতাংশ। তা হয়েছে ২৩৩১ কোটি টাকা। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়া ও কোভিডের ধাক্কায় মুনাফার বহর কমে গেল অনেকটাই৬৩৪৮ কোটি টাকা। রিলায়েন্সের চতুর্থ কোয়ার্টার তথা শেষ ত্রৈমাসিকের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। তাতেই এই হিসাব দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রিলায়েন্সের রেভিনিউ আদায় হয়েছে ১৩৬০০০ কোটি টাকা। অথচ ডিসেম্বরে রেভিনিউ আদায় হয়েছিল ১, ৫২,৯৩৯ কোটি টাকা।

তবে কোম্পানির পক্ষে আশার বিষয় হল, রিলায়েন্স জিওর মুনাফা শেষ ত্রৈমাসিকে অনেকটাই বেড়েছে। এমনকি মার্কেট বিশেষজ্ঞরা যতটা হবে ভেবেছিলেন, তার থেকেও বেড়েছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে রিলায়েন্স জিও-র মুনাফা ছিল ৮৪০ কোটি টাকা। এই অঙ্ক থেকেই বৃদ্ধির হার পরিষ্কার।

মার্কেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শেষ ত্রৈমাসিকের রিলায়েন্সের মুনাফা কমার বড় কারণ অবশ্য মূলত তেল। তাতেই পিছলেছে মুনাফা। তেলের দাম কমায় কোম্পানির ৪২৬৭ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

তবে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি শেয়ার হোল্ডারদের আশ্বস্ত করতে চেয়ে এদিন বলেন, "করোনা সংকটের মধ্যেই নতুন সুযোগের সন্ধান করছে রিলায়েন্স। নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।" তাঁর কথায়, "আমি আশাবাদী কোভিড-উত্তর সময়ে রিলায়েন্সে আরও মজবুত হবে।"

সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে ছাতা ব্যাবহারের পরামর্শ

দুর্গাপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): চলছে লকডাউন। অত্যাবশ্যক পণ্যের বাজার খোলা থাকলেও, উপেক্ষিত হচ্ছে সামজিক দুরত্ব বজায় রাখার নিয়ম। আর তাই সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে ছাতা ব্যাবহার পরামর্শ দিলেন অন্ডাল ব্লক প্রশাসন।মারণ রোগ করোনার সংক্রামক ঠেকাতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। সঙ্কট কাটাতে অত্যাবশকীয় পণ্যের দোকান খোলায় ছাড় দিয়েছে সরকার। ছাড় দেওয়া আছে সব্জি বাজারেও। তবে সব ক্ষেত্রেই সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার কড়া নির্দেশিকা রয়েছে। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ জায়গায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখছে জনতা। আর তাই সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার সহজ উপায়ের পরামর্শ দিলেন অন্ডাল ব্লক প্রশাসন। বৃহঃস্পতিবার এই মর্মে একটি নোটিশও জারি করা হয়। তাতে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে ছাতা ব্যাবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ছাতা বৃত্তাকার ব্যাস অনুযায়ী অনেকটাই দুরত্ব বজায় থাকায়। তার ওপর দুজন ছাতাধারী থাকলে স্বাস্থ্যবিধির পরিমাপ অনুযায়ী দুরত্ব বজায় থাকবে বলে আশা করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অন্ডাল বিডিও ঋত্বিক হাজরা জানান, ' দোকান বাজারে ছাতা ব্যাবহার করলে সামাজিক দুরত্বটা অনেকাংশে বজায় থাকবে. তাই ছাতা ব্যাবহারের পরামর্শ। ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েতে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

ধসে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্ল, ৩০ এপ্রিল(হি.স.): করোনা সঙ্কটের মধ্যে ধসে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে দেশীয় শিল্প চাঙ্গা করার পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আনার উপর জোর দিল কেন্দ্র।দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পরিকল্পনা তৈরি করতে বৃহস্পতিবার এক জরুরি বৈঠকে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন-সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা। ভারতে আরও বেশি করে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ এবং তার জেরে লকডাউনের কারণে দেশীয় শিল্পও চরম দুর্দশায় পড়েছে।এমন পরিস্থিতিতে অর্থনীতিকে জোরদার করার জন্য স্থানীয় বিনিয়োগের প্রচারের বিষয়েও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আলোচনা হয়।

ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের পদক্ষেপ করতে হবে। উদ্যোগী হতে হবে সব মন্ত্রককেই। দেশীয় শিল্প চাঙ্গা করার পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আনতে কেন্দ্র এবং রাজ্যেকে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এগোতে হবে।"

তৃণমূলের দূর্নীতি ফাঁস করার দায়ে স্থানীয় চ্যানেলের বিরুদ্ধে এফআইআর

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): বৃহস্পতিবার হুগলির আরামবাগে একটি স্থানীয় টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ দিন রাতে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি-র তরফে টুইটে এ কথা জানানো হয়। ভিডিও-সহকারে টুইটে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুমকির অব্যাবহিত পরেই আরামবাগ টিভি-র নামে এফ আই আর হয়েছে।ওই প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মীকে স্থানীয় থানায় সমন করা হয়। ওই টিভির চ্যানেলে অস্তিত্বহীন ক্লাবের নামে তৃণমূল নেতাদের অর্থবন্টনের মাধ্যমে অর্থ নয়ছয়ের খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল বলে বিজেপি-র দাবি।

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রীর এনএসজি গ্রুপ কমান্ডার, রয়েছেন কোয়ারেন্টাইনে

বঙাইগাঁও (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের এনএসজি গ্রুপ কামান্ডার। বৃহস্পতিবার এখানে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রীর কথায়, 'এখন চিন্তার কোনও কারণ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এনএসজি গ্রুপ কামান্ডার দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন।' বলেন, তাঁর জ্বর ও কাশি হয়েছিল। সেজন্য তাঁকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল। গতকাল আচমকা তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল। এর পরই সাবধানতাবশত তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়। আজ সকালে তিনি যতারীতি শরীর চর্চা করেছেন, দৌড়েছেন, লঘু ক্রীড়াও করেছেন, জানান মন্ত্রী।

এই এনএসজি গ্রুপ কামান্ডারের বাড়ি উত্তরাখণ্ডে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, তিনি সহ আরও সাত এনএসজি কামান্ডো সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁদেরও কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। এদিকে সাধারণ জ্বর কাশি ও সর্দি হলেও এই খবর চাউর হলে দিশপুরের পাশাপাশি সচিবালয়ের সব মহলকে শঙ্কিত করেছিল।

বারইগ্রামে ট্রিপারের ধাক্কায় হত মূকবধির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : ট্রিপারের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন সাইকেল আরোহী মূকবধির। হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির আওতাধীন এরালিগুল আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়ান ক্যাম্পের সামনে বৃহস্পতিবার ভোরে। নিহত যুবকের নাম বাবুল হুসেন।

স্থানীয় জনৈক মঈন উদ্দিনের ছেলে বাবুল কথা বলতে বা শুনতে পারেন না, মূকবধির। জানা গেছে, আজ ভোরে পাঁচ সন্তানের বাবা মূকবধির বাবুল সাইকেল নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। বাড়ির অনতিদূরে ১৫ ব্যাটালিয়ান ক্যাম্প এলাকা অতিক্রম করতেই উল্টোদিক থেকে মাটি বোঝাই একটি ট্রিপার তীব্রগতিতে এসে বাবুলকে সজোরে ধাক্কা মারে। ভোরবেলায় শুনশান পরিবেশের সুযোগ নিয়ে ঘাতক ট্রিপার নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে চালক। ঘটনাস্থলেই হতভাগা বাবুল প্রাণ হারিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

এদিকে খবর পেয়ে বারইগ্রাম পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাবুল হুসেনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। জানা গেছে, ট্রিপার চালকের নাম সেতাব উদ্দিন। বয়স আনুমানিক ষোলো বছর। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই। ট্রিপারটিরও বৈধ নথিপত্র নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রিপারের মালিক মজির উদ্দিন বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে লকডাউন চলাকালীন সময়ও মাটি টানার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রাত এগারোটার পর থেকে শুরু হয় মাটি টানার কাজ, চলে ভোররাত পর্যন্ত। এমনিতেই বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আজকের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য অনেকেই বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির উদাসীনতাকে দায়ী করছেন।

জীবিত নয়, মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হারাঙ্গাজাওয়ের অপহৃত ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের লাশ

হাফলং (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : অবশেষে উদ্ধার হয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের ঠিকাদার হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা সন্তোষ হোজাই। তবে জীবিত নয়, উদ্ধার হয়েছে তাঁর পঁচাগলা লাশ। অপহরণের সাত দিন পর ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন শীর্ষ নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে লাংটিং পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে লাংটিং থানার অন্তর্গত মুপা রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় মহাসড়কের পাশে লেইরিংয়ে ঘন জঙ্গলে মাটির নীচে পুঁতে রাখা সন্তোষ হোজাইয়ের পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর তা সন্তোষ হোজাইয়ের বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডিহাওর গ্রামের বাড়ি থেকে পাঁচ সদস্যের দুষ্কৃতকারীর এক দল সাদা রঙের বলেরো গাড়িতে করে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে সন্ধানহীন ছিলেন সন্তোষ হোজাই। ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণের একদিন পর ২৫ এপ্রিল তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এজাহার দাখিল করতে চাইলে ওসি অংশু রাজকুমার প্রথমে এজাহার জমা নিতে চাননি। পরবর্তীতে এজাহার জমা নিলেও এই অপহরণ কাণ্ড নিয়ে রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধছিল।

সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামীর অপহরণ কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এমন-কি ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা থেকে শুরু করে ডিমাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং এবং ডিমাসা সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম, ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতির সভাপতি ফ্রেজার সেংইয়ংও এই অপহরণ কাণ্ড নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্তোষ হোজাইয়ের পঁচাগলা মৃতদেহ মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের লাইলিংয়ের ঘন জঙ্গলে মাটির নীত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

হাইড্রক্সিক্লোরকুইনের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন চিকিৎসক কুনাল সাহা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): করোনা চিকিৎসা ব্যবহৃত হওয়া হাইড্রক্সক্লোরকুইন ও এজিথ্রমাইসিনের পার্শ প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট কোনও প্রকারের রায় দিতে সম্মত নয়। বিচারপতি এন বি রমনা নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ওষুধ বিশেষজ্ঞ নন। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ (আই সি এম আর)। তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। চিকিৎসক ডাঃ কুনাল সাহা এই পিটিশন দায়ের করেছিলেন। পিটিশনে তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন যে হাইড্রক্সক্লোরকুইন ও এজিথ্রমাইসিনের পার্শ প্রতিক্রিয়ার ফলে করোনায় আক্রান্ত রোগীরা প্রাণ হারাচ্ছে। তখন বিচারপতি রমনা জানতে চান আদৌ কি এমন পিটিশনে আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।এই বিষয়ে আদালত বিশেষজ্ঞ। পিটিশনটি আইসিএমআরের কাছে দায়ের করা উচিত। তারাই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। চিকিৎসক ডাঃ কুনাল সাহা আদালতকে বলেন এমন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করার আগে সংশ্লিষ্ট করোনা রোগীর সম্মতি নেওয়া উচিত।তখন আদালত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতাকে এই পিটিশন আইসিএমআর এর কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।পিটিশনে বলা হয়েছিল যে করোনায় গুরুতর আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে যে দিশা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বদলা আনাটা প্রয়োজন।এই দিশা নির্দেশে হাইড্রক্সক্লোরকুইন ও এজিথ্রমাইসিনের ব্যবহার করার প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে।

প্রসঙ্গত পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট সংস্থার সভাপতি হলেন ডাক্তার কুনাল সাহা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের তাঁদের রাজ্যে ফেরত পাঠানো শুরু করল রাজস্থান সরকার

জয়পুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের নিজের রাজ্যে ফেরত পাঠানো শুরু করল রাজস্থান সরকার। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে নিজেদের রাজ্যে ফেরত পাঠাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজস্থান সড়ক পরিবহণ নিগমের বাসে করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, রাজস্থানে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকাংশই হরিয়ানা আর মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। লকডাউন পর্ব শুরু হওয়ার পরে তাঁরা নিজের রাজ্যে ফিরতে পারেননি। বাড়ি ফেরার জন্য রাজস্থান সরকারের সাহায্য চেয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার শ্রমিককে ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও ২ হাজার নাগরিককে হরিয়ানা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মূলত পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলি থেকে এঁদের বাসে তোলা হয়েছে। গ্রীষ্মের মরশুমে কৃষিকাজে শ্রমিক হিসেবে এঁরা সেই জেলাগুলোতে এসেছিলেন। দুঙ্গারপুর ও সিরোহি থেকেও একইভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের নিজের রাজ্যে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

একই সঙ্গে রাজস্থানেরই যে সব বাসিন্দা কাজের জন্য ভিন জেলায় আটকে ছিলেন তাঁদেরও ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, "আশ্রয় শিবিরে যারা রয়েছেন, তাঁদের প্রথমে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।" পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর বিষয়টা দেখছেন সেই রাজ্যের মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিব। তাঁরাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রাখছেন। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে রাজস্থান সরকারের পক্ষে শ্রমিকদের ফেরত পাঠাতে ট্রেনের ব্যবস্থা করার আর্জি জানানো হয়েছিল। কেন্দ্র সে ব্যবস্থা না করায় এখন বাসে করেই সেই কাজ শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে রাজস্থান সরকার বাড়ি ফেরানোর আগে এই শ্রমিকদের স্ক্রিনিং করা হবে। কোভিড-১৯ এর উপসর্গ নেই এমন শ্রমিকদেরই নিজের রাজ্যে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে।

করিমগঞ্জের চা বাগানে নয়দিনের মাথায় ফের বুনো শূকরের হামলা, গুরুতর আহত তিন

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : গত ২১ এপ্রিল বুনো শূকরের হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু ও অন্য একজন গুরুতর জখম হয়েছিলেন। নয়দিনের মাথায় আজ ফের এক বুনো শূকর হামলা চালিয়ে তিন ব্যক্তিকে আহত করেছে। ঘটনা সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলাগুল চা বাগানে।

পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী নমিতা গোয়ালা চাষা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, ঘটনাটি ঘটেছে আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেল তিনটে নাগাদ। বাগানের সেকশনে খেতের কাজ করছিলেন তিন কৃষক বিদ্যাসাগর বাল্মিকদাসের ছেলে উত্তম বাল্মিকদাস (২৪), ধনু তুড়িয়ার ছেলে অভিমন্যু তুড়িয়া (৩৫) এবং রামসুরত বাল্মিকদাসের ছেলে শচীন্দ্র বাল্মিকদাস (৫৫)। তারা যখন খেতে আপন মনে কাজে ব্যস্ত, ঠিক তখন পাশের চা গাছের ঝোপ থেকে একটি বুনো শূকর তাদের ওপর আক্রমণ করে। কোনও রকমে তারা শূকরের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করেন। ইত্যবসরে তিনজনকেই গুরুতর ঘায়েল করে শূকরটি ফের চারা বাগানের ঝোপে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আহতদের সকলেই পুতনি পঞ্চায়েতের পিপলাগুল বাগানের বাসিন্দা।

পঞ্চায়েত সভানেত্রী নমিতা জানান, আহতদের আর্তনাদ শুনে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাদের সকলকে উদ্ধার করেন। পরে বাগানের অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রথমে তাঁদের পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন কর্তব্যরত ডাক্তার।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান পাথারকান্দির স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি আহতদের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শূকরের হামলায় আহতদের পরিবার যাতে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে খাদ্য সঙ্কটে না পড়ে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন। তিনি আরও জানান, পাথারকান্দি এলাকার চা বাগানগুলিতে বুনো শূকরের হামলাজনিত ঘটনা সাম্প্রতিককালে বেঁড়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের সাথে কথা বলেছেন বলে জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

অন্যদিকে ঘটনাটি চা বাগান এলাকায় সংঘটিত হওয়ার খবর পেয়ে দলবল নিয়ে হাসপাতালে যান পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ। এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, আহতরা যাতে সরকারি সাহায্য পায় সে বিষয়ে তিনি বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাছাড়া লোকালয় থেকে বুনো শূকরদের তাড়াতে বন দফতর উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ। আজকের ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের খোঁজখবর নিয়েছেন স্থানীয় যুবকংগ্রেস নেতা শচীন সাহু। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার লকডাউনের দিনে আগরতলায় পুলিশের নজরদারী। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

“লাল লিপস্টিকের সমস্যাটা পিতৃতন্ত্রের”

ফেসবুকে কড়া জবাব ইমনের

কলকাতা: সৌজন্যে না দিয়ে গান গাওয়ায় সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী কে নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন আর এক শিল্পী মৌসুমী ভৌমিক মৌসুমী। এক সংবাদমাধ্যমে মৌসুমী ভৌমিকের লেখা ও গাওয়া আমি শুনেছি সেদিন তুমি গানটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল ইমন এর গলায়। কিন্তু সেখানে সৌজন্যে কোথাও আসল শিল্পীর নাম ছিল না। বরং সৌজন্যে নাম ছিল কলকাতা পুলিশের। অবশেষে মৌসুমী ভৌমিক ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন।

তিনি লেখেন, “আমার টিভি নেই, কিন্তু কাল সকাল থেকে আমাকে বন্ধুরা জানাচ্ছেন ঞ্চঞ্চ ঞ্জ্রখদ্রত্মখ তে নাকি ইমন চক্রবর্তী সারাক্ষণ ‘আমি শুনেছি সেদিন’ গাইছেন। ‘করোনাকে ভয় কোরো না, গানের সুরে করোনা মোকাবিলার বার্তা।’ আবার শুনেছি গানের শেষে নাকি ভিক্টোরিয়ার ছবি আর ‘সৌজন্যে কলকাতা পুলিশ’ বলে একটা লেখা আসছে। আমার নাম অবশ্য কোত্থাও নেই। আর অবশ্যই কেউ আমাকে এইসব জানিয়ে করেনি। তা, ঢত্র ছস্তুনন ঞ্জত্তত্রন্ত্বদ্রদ্বত্র ও তো দিন রাত্তির বাজছে, আমি আশপাশ থেকে শুনতে পাই, সেখানেও নিশ্চয় কারো নাম থাকে না বা কাউকে বলে গাওয়া হয় না?

দু’ একজন আত্মীয় আপ্লুত হয়ে ফোন করেছেন, ইমন তোর গানটা গাইছে রে! এরকম ঘটনা ঘটলে তাও আমি বাড়িতে একটু পাত্তা পাই। নাহলে আমি যে কী করি, কেনই বা করি, এত কাল হলো, বোঝাতেই পারলাম না। এবার সত্যিই আমার ত্বন্ত্রত্মস্তুনুষ্ঠ বেড়ে গেল। এই গানটা অনেকটা একটা কলা গাছের মতন; পাতা থেকে কান্ড, ফুল থেকে ফল, মাথা থেকে পা, বাম থেকে ডান, হেন অংশ নেই যে ব্যবহার করা যায় না। আমি তো ত্রাসের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছি কবে বিজেপিও তুমি তুমি তুমি বলে গেয়ে উঠবে, কারণ এমোড়ে সিপিএম, ওমোড়ে তৃণমূল আর দূরে সাইডে কতিপয় নকশাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, –এসব তো হয়েই চলে। এখন ইমনের কল্যাণে আমাদের জানা হয়ে গেল যে আমার এই গান করোনার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসও যোগাতে পারে।

এর পর কিন্তু যাই বলুন, করোনায় মরে গেলেও আর দুঃখ থাকবে না। কিছু তো রেখে গেলাম!” যদিও দেখা যায় গানের ভিডিওটি ইউটিউবে ইমন আগেই পোস্ট করেছিলেন। এবং সেখানে সৌজন্যে হিসেবে মৌসুমী ভৌমিকের নাম রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমটি মৌসুমী ভৌমিক এর নাম ব্যবহার করেনি। এখানেই শেষ নয় মৌসুমী ভৌমিকের পোষ্টের কমেন্টে অনেকেই আসল বিষয় থেকে সরে গিয়ে ইমনের লাল লিপস্টিক নিয়ে মন্তব্য করতে থাকেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন ইমন গানটিতে কিছু ভুল লিরিক গেয়েছেন।

বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর, টেলি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে লকডাউন ভাঙার অভিযোগ

মুম্বই- করোনা মোকাবিলায় সারা দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। প্রত্যেকেই ঘরবন্দি। এই অবস্থায় সকলকেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। আর এর মধ্যেই লকডাউন রীতিমতো ভেঙে বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করলেন টেলি অভিনেত্রী অনিতা রাজ।

এর সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, অভিনেত্রী নাকি লকডাউনের তোয়াক্কা না করেই নিজের আবাসনে বন্ধুদের ডেকে এনেছিলেন এবং বাড়িতে মদের আসর বসিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা চোখে পড়ে যায় তাঁর আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীর।

মুম্বইয়ের পালি হিলের এক আবাসনে থাকেন অনিতা ও তাঁর স্বামী সুনীল। কিন্তু বুধবার দুজনেই তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের আবাসনে ডেকে আনেন। কিন্তু আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী পুলিশে সঙ্গে সঙ্গে খবরটি জানান। পুলিশও তখনই অনিতা রাজের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। পুলিশ এসে সেই পার্টি বন্ধ করে বলে জানা যায়। এবং সেই পার্টি চালিয়ে নিয়ে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় পুলিশ। অবশেষে সেই জমায়েত বন্ধ হয়। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন টেলি অভিনেত্রী অনিতা। বরং তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে অন্য একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী সুনীল একজন চিকিৎসক। সুনীলের এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। অসুস্থতার কথা ভেবেই তাঁদের আসতে না করা হয়নি। আর এই ঘটনাকেই অন্য ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যে। এমনকি তিনি জানান, নিরাপত্তা রক্ষীই তাঁদের নামে ভুল অভিযোগ জানিয়েছিলেন। আর তাই পুলিশও নাকি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো’র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।

এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু’টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

চোখের পলক কেন ফেলি?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। ‘আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়” বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়। তথ্য সমন্বয় করতে একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে। পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

বয়ঃসন্ধিকালে অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় মস্তিস্ক

কিশোর কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্ক তাদের অভিজ্ঞত থেকে শেখায়, যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্ক তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

গবেষণায় একটি ছবিভিত্তিক খেলায় টিনএজরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ভালো করে। পরে স্ক্যান করে তাদের মস্তিষ্কের কাজকর্ম উচ্চস্বরে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাভার্ড কলম্বিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এখন বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ পুরস্কার প্রত্যাশী আচরণ ভালো বা খারাপ ফলাফলের চেয়েও তাদের শেখাকে উত্তম করতে পারে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

তারা ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪১ জন টিনএজার ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৩১ জন প্রাপ্তবয়স্ককে একটি ছবিভিত্তিক খেলায় অংশ নিতে বলেন। খেলা চলাকালে এমআরআইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রুপের কয়েকজনের মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করে দেখেন।

এ খেলায় টিএনজরা বয়স্কদের তুলনায় বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল। স্মৃতিশক্তির এ পরীক্ষা প্রমাণ করে, তাদের বিস্তারিত স্মরণশক্তি ভালো ছিলো। কারণ, তারা যেসব প্রশ্ন বেছে নিয়েছিল, সেগুলোরই উত্তর সঠিকভাবে দিতে পেরেছিল।

গবেষণায় বলা হয়, এ পরীক্ষার ফলাফলে বোঝা যায়, তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বেশি ভালো শিখেছে - যা তাদের বাড়িতে বসবাস ও প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বাধীনতা ভোগের জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত করবে।

গবেষকরা স্ক্যান রিপোর্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, টিনএজদের মস্তিষ্কের ‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ ও ‘স্ট্রিয়াটাম’ নামক দু’টি অঞ্চলের ব্যবহার দেখতে পেয়েছেন। যেখানে বয়স্করা ‘স্ট্রিয়াটাম’ এর ব্যবহার বেশি করেছেন।

‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ হচ্ছে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্কের মধ্যাঞ্চলে এ কোষে স্মৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। আর মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চ ‘ট্রিয়াটাম’ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যা তাদের কর্ম ও পুরস্কার প্রাপ্তিরও সংযোগস্থল।গবেষকরা বলেন, কিশোর কিশোরীদের মস্তিষ্কের ‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ এর অন্যবদ্য ভূমিকা থাকে অনুসন্ধানে পাওয়া এ তথ্য বয়সন্ধিকালে তাদের শিক্ষার নতুন উপায় হতে পারে। ‘কৈশোরে ‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করে, যা তারা এর আগে পায়নি। এটি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে।

তারা বলেন, ক্রমবিকাশমান মস্তিষ্কের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যেকার এই সংযোগ ব্যাখ্যা করে, কেন টিএনজরা বেশি ভালা করেছিল।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক জুলিয়েট ডেভিডো বলেন, এসব তথ্য বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার নতুন নতুন উপায় গ্রহণেও তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আপনি যদি কিছু ইতিবাচক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাহলে সেটি বয়ঃসন্ধিকালে ভালো জিনিস মনে রাখা ও শেখার ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে তারা তাদের পরিবেশের প্রতি বেশি মনেযোগ দেয়, যা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে আলাদা।

গবেষকরা এখন অন্য কোন কোন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা কৈশোরের মস্তিষ্কে ‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ ও স্ট্রিয়াটাম’কে সক্রিয় ও সংযুক্ত করে সেগুলোকে খুঁজছেন।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুগ্তি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে?

শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়। এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল’ বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস , অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুগ্তি পেতে পারেন।

আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যিক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

স্বীকৃত রোগের তালিকায় ঢুকছে ভিডিও গেমস আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) চিহ্নিত ‘ব্যাধির’ তালিকায় ঢুকতে যাচ্ছে ভিডিও গেমস আসক্তি। বিশেষজ্ঞরা ইলেক্টনিক গেমসের মধ্যে আসক্তির ঝুঁকি শনাক্ত করায় ‘গেমিং ডিজঅর্ডার’ নামে এ ব্যধি হু’র ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ’র (রোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শ্রেণী বিন্যাস, আইসিডি) ১১ তম সংস্করণে স্থান পেতে চলেছে।

শুক্রবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন হু’র মুখপাত্র তারিক জাসারেভিক। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শ্রেণীবিন্যাস ও তালিকাভুক্তির নেতৃত্ব দেয় হু। তাদের আইসিডির ১১ তম সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে চলতি বছরের জুলাইতে। ‘গেমিং ডিজঅর্ডার’ বলতে হু’র বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ডিজিটাল অথবা ভিডিও গেমিং প্ল্যাটফর্মের একটি বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় গেমিংকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এর আরেকটি লক্ষণ হিসেবে বলা হচ্ছে, নেতিবাচক পরিণতি ঘটার পরেও গেমস খেলা চালিয়ে যাওয়া বা গেমস খেলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।হু’র মুখপাত্র বলেন, কেউ একজন যদি এক বছর ধরে গেমসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণবোধ কড়েন, তবে তিনি এই গেমিং ডিজঅর্ডারে’ আক্রান্ত বলে মনে করা হবে। তারিখ জাসারেভিক বলেন, গেমি ডিজঅর্ডা একটি নতুন ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ না থাকলেও বিশেষজ্ঞরা এটাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বে অনেকেই আছে, যারা এ সমস্যা থেকে মুক্তি চায়।

আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত?

স্বপ্ন কেবল রাতঘুমে নয়, জেগে জেগে দিনেও দেখা যায়! প্রতিটি মানুষই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, যদি দিনে স্বপ্ন হার বেশি হয় এবং তা আপনার প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্ত করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসে গেছে।মনোবিজ্ঞান এ বিষয়টিকে বলছে ‘ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং’।

কিভাবে বুঝবেন, আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত এবং এর ঝুঁকি কি কি? বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, প্রথমেই একটি বিষয় আপনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বুঝে ফেলতে হবে। তা হলো, ‘ডেড্রিমিং’ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, বিষয়টি স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও বরং স্বাস্থ্যকর।

সাইকোলজি টুডে’র মতে, ৯৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের প্রাত্যহিক স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যদিও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি, কেন আমরা স্বপ্ন দেখি। অনেক মনোবিজ্ঞানী কারণ হিসেবে বলছেন, আমাদের আচারণ ব্যবহার মস্তিষ্ককে কাজ করতে সহায়তা করে। একইসঙ্গে যখন আমাদের বাইরে থেকে প্রেরণার প্রয়োজন হয়, তখন কাজের দিকে ধাবিত হতে মস্তিষ্ককে তৈরি করে। দিবাস্বপ্ন এর অংশ হতে পারে।

তবে ভিন্ন মত দিচ্ছেন ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী সোমার ।তিনি বলেছেন, অতিমাত্রায় দিবাস্বপ্ন দেখা মনস্তাত্বিক অসঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জানা গেছে, ডেড্রিমারসরাে দিনের অধিকাংশ সময় স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সোমার বলেন, ৫৭ শতাংশ সময়ই তারা বয়ে করে ফেলেন এভাবে। শুধু তাই নয়, তারা নানা ধরনের স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বপ্ন বড় হয় না। প্রেরণাদায়ক কিছু যে তারা দেখেন, এমনটিও নয়। কখনও কখনও তাদের স্বপ্নে হাজির হয় কল্প বা ঐতিহাসিকচরিত্র, সেলিব্রিটি এবং ব্যক্তি নিজেকে সফলতার যে চূড়ায় দেখতে চান স্বপ্নে নিজেকে সেই চরিত্রে দেখতে পান।ব্যক্তি ভেদে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের স্বপ্ন মূলত বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হয়। যেমন, তিনি লটারি জিতেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুযায়ী, ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমারদের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশান- ডেফিসিট এবং অবসেসিভ- কমপালসিভ সিম্পটমে আক্রন্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। জ্যাকসনভাইলের ২৭ বছর বয়সী রাচেল বেনেট বলেন, ‘যদিও আমি দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে থাকতাম, কিন্তু দিবাস্বপ্নে বাইরেই থাকতাম বেশি।’

সোমার আরও বলছেন, জীবনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেকে আড়াল করতে বা কঠিন কোনা বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং হতে পারে।

বৃহস্পতিবার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক আগরতলায় পুলিশ কর্মীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলম মডেলেই ভারতের জন্য আদর্শ : ড. বজরঙ্গ লাল গুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী মানব সভ্যতার স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুরক্ষাকে বিপর্যস্ত করেছে এমন পরিস্থিতিতে গ্রোথ মডেল বা উন্নয়ন মডেলের ধারণা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে। ভারতে স্বাধীনতার আগে গ্রাম স্বরাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধী বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দলগুলো নিজেদের মতন করে উন্নয়নের মডেলকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।পরবর্তীকালে যা নেহেরু - মালহয়নবিশ মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের মডেল কি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে জিডিপি যে ধারণা, তার ভিত্তিগুলোকে বদলাতে হবে। বৃহস্পতিবার ফেসবুকে লাইভে এসে এই কথাই জানালেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৌক্ষিক মহাসঙ্ঘের উত্তর ক্ষেত্রীয় সংঘ চালক এবং অর্থনীতিবীদ ড় বজরঙ্গ লাল গুপ্ত।

করোনা পরিস্থিতিতে ভারতীয় উন্নয়ন দৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন ড় বজরঙ্গ লাল গুপ্ত জানিয়েছেন, উন্নয়ন বা গ্রোথ মডেলের ভিত্তি হচ্ছে জিডিপি। উন্নত দেশগুলো নিজেদের মতো করে জিডিপির সংজ্ঞায়িত করেছে। কিন্তু জিডিপি নির্ধারণের যে মানদণ্ডগুলি রয়েছে তার সংস্কার করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ একটি কম বয়সী মেয়ে যদি একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে ১০ হাজার টাকার বেতন পায় পরবর্তীতে সে যখন বিবাহিত করে ওই একই পরিবারের বউ হয়ে আসে তখন সেই ওই বেতন থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু বিয়ের আগে যে কাজটা করতো সে কাজটি তাকে করতে হয়।পাশ্চাত্যের জিডিপির ধারণায় এখানে বিবাহিত নারীর আয় বলে কিছু নেই। কিন্তু সেই নারী নিজের পরিষেবা দিয়ে চলেছে। পরিষেবাকে বিবেচনা করছে না পাশ্চাত্যের জিডিপি মডেল। একইভাবে বিদেশে ফসলের পুরোটাই বাজারে তোলা হয়।কিন্তু ভারতে একজন কৃষক ক্ষেতের ফসল পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয় স্বজনদের দেওয়ার পর যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু সে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু এই যে পরিবারের লোকদের যে ফসলটা দিল, জিডিপি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলো অগ্রাধিকার পাবেন না। তাই জিডিপির যেসব মানদন্ড রয়েছে তা সংস্কার করা প্রয়োজন।

ড় বজরঙ্গ লাল গুপ্ত জানিয়েছেন, এই উন্নয়ন মডেলের আরেকটা দিক হচ্ছে চরম ভোগবাদ। জীবনধারণের শৈলীর উন্নতির জন্য এই ভোগবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন অতিরিক্ত বেশি করতে হচ্ছে। যাতে করে প্রকৃতির ওপর চাপ বাড়ছে। ভারতীয় দর্শনে পরিমার্জিত ও পরিমিত ভোগ প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।প্রকৃতির অতিরিক্ত শোষণ করে যন্ত্র এবং বিদ্যুতের ব্যবহার করে উৎপাদন করলে তাতে করে বস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানুষের গুরুত্ব কমে যায়।তাতে করে বেকারত্ব বাড়ে।পাশ্চাত্য চিন্তা ধারণায় হায়ার ইনভেস্টমেন্ট বিপুল পরিমানের বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ভারত সেই নীতি ব্যবহার করতে গিয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে গিয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উন্নতমানের জীবন ধারণ করতে গিয়ে বিশ্বের ৮৫ শতাংশ সম্পদ রয়েছে ২০ শতাংশ মানুষের কাছে। ফলে ৮০ শতাংশ মানুষের কাছে সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে ভারতকে বেরিয়ে আনার জন্য 'মঙ্গলম' উন্নয়ন মডেলের একান্ত প্রয়োজন। এতে করে সার্বিক বিকাশ সম্ভব। পশ্চিমী সভ্যতা মানুষকে যেখানে যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত করেছে সেখানে এই উন্নয়নের মডেল প্রেম মনুষ্যত্ববোধ গড়ে তুলবে। এতে করে প্রকৃতির শোষণ কমবে।মানুষের শরীর মন ও বুদ্ধি ভালো থাকবে।এই উন্নয়ন মডেল শুধু মানুষের নয় গোটা প্রকৃতিকে নিয়ে ভেবেই তৈরি করা হয়েছে।আগামী দিনে গ্রস সোশ্যাল হ্যাপিনেস এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে।পাশ্চাত্য উন্নয়ন নীতি যে ভ্রান্ত তা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বলা হয়েছিল। এই উন্নয়নের বেকারত্ব কে বাড়াবে তাও বলা হয়েছিল।

গ্রস সোশ্যাল হ্যাপিনেস এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সকলের জন্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।সকলের জন্য সমমানের শিক্ষা ও সমাজের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যাতে করে সেই শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। সেই শিক্ষার মধ্যে মূল্যবোধ থাকতে হবে। কারণ এতে দেখা গিয়েছে মূল্যবোধের অভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি সবথেকে বড় দুর্নীতি করে বসেছে।

মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু শরীর নয় মনও যাতে ভালো থাকে তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া একান্ত জরুরি। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশীয় পরিস্থিতিতে যেটি আদর্শ বলে মনে হবে সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দিলে চলবে না। সকলের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি সামাজিক আর্থিক পারিপার্শিকি সুরক্ষা মানুষকে দিতে হবে। অর্থনৈতিক বৈচিত্রকে মান্যতা দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

বনাঞ্চলে আদিবাসী অর্থনীতি। এমন কি গ্রামে গ্রামীণ অর্থনীতি ও শহরে বিত্তশালীদের জন্য অর্থনীতি এবং বস্তিবাসীদের পৃথক অর্থনীতি যে রয়েছে তার কথা মাথায় রেখে সামগ্রিক উন্নয়ন করে যেতে হবে। উৎপাদন করতে সীমিত পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহার করতে হবে যাতে করে প্রকৃতির ওপর বেশি চাপ না তৈরী হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা সরকার বা ব্যক্তির হাতে থাকবে না তাকে ট্রাস্টির হাতে দিতে হবে। অর্থনীতি, নৈতিকতা, বস্তুতন্ত্র, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। সর্বোপরি জনস্বার্থে পুষ্টিকর অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আমেরিকায় খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অন্তঃসত্ত্বা, আত্মহত্যা স্বামীর

নিউইর্য়ক, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : আমেরিকায় খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৩৫ বছরের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। তাঁর দেহ পাওয়া গেছে অ্যাপার্টমেন্টে। তাঁর স্বামীর মৃতদেহও মিলেছে নিকটবর্তী হাডসন নদীর ধারে। মনে করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃতা মহিলার নাম গরিমা কোঠারি। তাঁর শরীরের উপরের অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৬ এপ্রিল তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরে পরিষ্কার হয় গরিমাকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দেহের উপরের অংশে একাধিক আঘাত লক্ষ করা গিয়েছে। পাশাপাশি ময়নাতদন্ত থেকে এও জানা যাচ্ছে, তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর স্বামী মোহন মলের (৩৭) মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে হাডসন নদীর ধারে। মনে করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। জার্সি সিটি পুলিশ দফতরের কাছে খবর আসে কেউ নদীর কাছে আত্মহত্যা করতে চাইছে। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে অচেতন মলের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। এই দুই মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করা হয়েছে বলে জার্সি সিটি পুলিশ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে এই মৃত্যুদু"টি হত্যা ও আত্মহত্যা। তবে তদন্ত না শেষ হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, গরিমা কোঠারি ছিলেন একজন প্রতিভাবান শেফ। তাঁর স্বামী আইআইটির প্রাক্তন পড়ুয়া। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করতে ব্রিটেনে এসেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩৭, মৃত্যু বেড়ে ৩৩: মুখ্যসচিব

কলকাতা, ২৯এপ্রিল (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে এক লাফে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। নতুন করে মারা গিয়েছেন ১১ জন। অর্থাৎ এই পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭জন। ১৫ জন সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি ফিরে গেছেন। তাই এখন রাজ্যে মোট সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭২। বৃহস্পতিবার নবান্নে এই পরিসংখ্যান দেন মুখ্যসচিব রাজিব সিনহা। এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট করোনা মুক্তের সংখ্যা ১৩৯জন। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে এই পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৯৫।

মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এদিন মুখ্য সচিব জানান, 'রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে অন্যান্য কারণে। আর ৩৩ জন মারা গিয়েছে করোনার কারণে।'তার আরও দাবি ডেথ অডিট কমিটি সার্টিফিকেট অডিট করছে না তারা মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে। রাজ্যে করোনা পজিটিভ মোট ১০৫ জনের মৃত্যু খতিয়ে দেখছে ডেট অডিট কমিটি।

এদিন মুখ্যসচিব বলেন, গত ২৪ঘণ্টায় মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এক হাজার ৯০৫টি। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৬হাজার ৫২৫। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ৫হাজার ২৮৮জন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারান্টিন থেকে নজরদারি শেষ হয়েছে ৮ হাজার৯৭২ জনের। এখন হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ১০ হাজার ৭৭৩ জন।

এদিন মুখ্য সচিব আরও বলেন, মূলত চারটি জেলা থেকে সংক্রমণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নতুন করে আক্রান্তরা কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪পরগনা, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। এরমধ্যে কলকাতা হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ৮০ শতাংশ সংক্রমিত হয়েছেন। অন্যদিকে হুগলি থেকেও নতুন করে করোনা সংক্রমণের খবর এসেছে।রাজ্যে করোনা আক্রান্তের হার ৪.৬ শতাংশ। রাজ্যে সুস্থ হওয়ার হার ১৮.১শতাংশ জানান মুখ্য সচিব। পাশাপাশি রাজ্যে পুল সিস্টেমে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে বলে এদিন দাবি করেন তিনি।

রাজ্যে ৬৬ করোনা হাসপাতাল থেকে বেড়ে আপাতত ৬৭টি করোনা হাসপাতাল হয়েছে। কলকাতায় এর মধ্যে চারটি করোনা হাসপাতাল ছিল সেই সংখ্যা বেড়ে এখন পাঁচে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের ৪৪৪ কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে এখন। এরমধ্যে কলকাতায় রয়েছে ২৬৪টি। উত্তর ২৪ পরগনায় রয়েছে ৭০ টি এবং হাওড়াতে রয়েছে ৭২ টি।

পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্রদের ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বাম- কংগ্রেসের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন।লকডাউন এর জেরে বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিক ছাত্রদের ফেরানোর দাবি বাম কংগ্রেসের।পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্রদের ফেরানোর দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল বাম-কংগ্রেস।

চিঠি দিয়েছেন বাম পরিষদীয় দলনেতার সুজন চক্রবর্তী ও বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। চিঠিতে লেখা হয়েছে, "আমাদের রাজ্যে যে মানুষেরা লকডাউনের কারণে ভিন রাজ্যে আটকে রয়েছেন তারা যথেষ্টই বিপদে।খাদ্য নেই। অর্থ নেই। দেশের বহু জায়গায় বহু ছাত্র আটকে রয়েছে। এদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে।এছাড়া অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক। প্রতিটি রাজ্যেই।সার্ভে রিপোর্ট বলছে ৬৪ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিক কোন সরকারি সাহায্য পায়নি। কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে।এদের ফেরাবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে আমরা দাবি করছি।এই বিষয়ে সামগ্রিক বন্দোবস্ত কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে করতে হবে। অথচ সরকারের কোন যথাযথ উদ্যোগ দেখছি না। এটাই দুর্ভাগ্যজনক"।

লক ডাউনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামীকাল নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

কলকাতা, ৩০এপ্রিল (হি. স.): আগামী ৩ মের পর রাজ্যে লবণের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই নিয়ে আগামীকাল নবান্নে বৈঠকে বসতে চলেছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আগামীকাল নবান্নে ওই বৈঠকের পৌরহিত্য করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। ওই বৈঠকের পর রাজ্যের লকডাউন এর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা। মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক হলেও ৩ তারিখের পর লক ডাউন উঠবে কিনা সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়নি কেন্দ্র। এদিকে আজকে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লার সাথে ভিডিও কনফারেন্স হলেও সেখানেও লকডাউন ওঠার বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত দেননি তিনি। যদিও সব রাজ্য থেকে রিপোর্ট আসার পরেই

ছয়ের পাতায়

আগস্ট মাস থেকে কলেজ পড়ুয়াদের ও নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে, নতুন গাইড লাইন ইউজিসির

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের জেরে যেমন সাধারণ জনজীবনে থমকে রয়েছে তেমনই থমকে গিয়েছে শিক্ষাব্যবস্থাও। তবে লকডাউন উঠলে তারপর কিভাবে পড়াশুনা চলবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ইউজিসি। ওই নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আগস্ট মাস থেকে কলেজ পড়ুয়াদের ও নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে। পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে লকডাউন খুললেও বেশ কিছু এলাকায় ভার্চুয়াল ও অনলাইন ক্লাস চালু থাকবে। একই সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিকে বারবার নজরে রাখা হয়েছে।

ওই নির্দেশিকা ইউজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১ থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের ফাইনাল সেমিস্টার শুরু করে দিতে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা শুরু করতে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে এবং সেই পরীক্ষা ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করে ১৪ আগস্টের মধ্যে ফল প্রকাশ করে দিতে হবে। আরও জানানো হয়েছে, লকডাউন ওঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সপ্তাহের ছয় দিন ক্লাস করাতে হবে। পড়ুয়াদের ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি ক্লাস করানো যাবে।তবে ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে গেলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

একই সঙ্গে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পড়াশোনা করাতে পারে।সেক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও কর্মীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে ও অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পঠনপাঠনের ২৫ শতাংশ অনলাইন মাধ্যমে সেরে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাকি পঠনপাঠন আগের নিয়মে ক্লাসরুমেই হবে।

অন্যদিকে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার বিষয়টিতে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। পরীক্ষার সময় তিন ঘন্টা থেকে কমিয়ে দু"ঘণ্টা করতে বলা হয়েছে। যদিও উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ এককালীন। পরিস্থিতি মিটে গেলে পুনরায় আবার তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে পরীক্ষা হবে।

এছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে কোভিড-১৯ সেল গঠন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা চলাকালীন বা শিক্ষাবর্ষ চলাকালীন কোনও অ্যাক্টিভিটির কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে বা সেই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে তারা এই সেলে জানাতে পারবে। এই সেল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে।

কর্তব্যের মাঝেই রক্তদান করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ

হুগলি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.). মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে হুগলির চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের শ্রীরামপুর থানার পুলিশকর্মীরা বৃহস্পতিবার রক্ত দিলেন। এদিন সকালে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরের মোট ৩০ জন পুলিশকর্মী রক্তদান করলেন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার হুমায়ুন কবীর সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।কমিশনার হুমায়ুন কবীর জানান যে স্বাস্থ্য আধিকারিক রা কতটা রক্তের প্রয়োজন জানিয়ে দিচ্ছেন ,সেই রিকোয়ারমেন্টস মত আমরা পুলিশকর্মীরা রক্ত দিচ্ছি।কারণ এই সময় রক্ত অপচয় করা যাবে না।কারণ লক ডাউনের জন্য বিভিন্ন ক্লাব বা এন জি ও রা শিবির করতে পাচ্ছেন না তার জন্য রক্তের অভাব পূরণের জন্য পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। এইটা নিয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা পঞ্চম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো। আজকে মোট ৩০ জন রক্তদাতা শ্রীরামপুরের রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে এইযে ভয়াবহ যে মরণব্যাধি করোনা সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এর থেকে রক্ষা পেতে গেলে লকডাউন একটা বড় উপায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষজন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানছেন না বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলাফেরা করছেন।এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবীর জানান পুলিশের পক্ষ থেকে তো বারবার বলা হচ্ছে মাইকিং এবং অনুরোধ করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে ইতি মধ্য আমরা কিছু বাজার কে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছি কিছু বাজারের পরিধি বাড়িয়েছি কিন্তু তা সত্বেও কিছু সংখ্যক মানুষ এগুলি কানে তুলছেন না এদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যাবস্থা নিচ্ছে।ইতিমধ্যে বেশকিছু গ্রেপ্তারও হয়েছে। এবং আমরা আবার ওঅনুরোধ করছি বিনা কারণে আপনারা এই বিপদকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তায় বেরোবেন না। তবে তিনি একথা জানান অধিকাংশ সচেতন মানুষ এই বিপদের কথা মাথায় রেখে লক ডাউন সহ সরকারি নিয়ম মানছেন।

গনবন্টনে নজরদারি করবে শিক্ষকরা, মহকুমাশাসকের নির্দেশিকায় শোরগোল দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনে সঙ্কট মোকাবিলায় নিখরচায় রেশনে খাদ্যশস্য বন্টনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রেশন নিতে উপভোক্তাদের লম্বা লাইনের ভিড়। লকডাউনে রেশন দোকানে নজরদারি ও ভিড়ের নজরদারি শিক্ষকরা করবে। মহকুমাশাসকের এমনই নির্দেশিকায় রিতিমতো শোরগোল পড়ল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর শহরজুড়ে। যদিও একদিনেই ওই নির্দেশিকা তুলেও নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ থেকে চিনের উহান উজাড় করা করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে থাবা বসিয়েছে। সংক্রামক রুখতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। তার জেরে বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সঙ্কটের মুখে জনতা। সম্প্রতি সঙ্কট মোকাবিলায় রেশনে খাদ্যশস্য বিনামুল্য প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। খাদ্যশস্য নিতে উপভোক্তাদের ভিড়ও দেখা গেছে। গত ২৯ এপ্রিল দুর্গাপুর মহকুমাশাসক এক নির্দেশিকা জারি করে। তাতে দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় রেশন দোকানে নজরদারি ও ভিড়ের নজরদারি জন্য শিক্ষকদের থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ওই নির্দেশিকাতেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচনায় সরব হয়েছে শিক্ষামহলে। শিক্ষার অধিকার আইনে বলা আছে, শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত ছাড়াও আরও তিনটি কাজ করানো যেতে পারে। নির্বাচনের কাজে, জনগনণা ও অনুমতিক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। স্বাভাবিকভাবে গনবন্টনে শিক্ষকদের নজরদারিতে কাজে লাগানোয় প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক রুদ্র জানান, 'গতকাল দুর্গাপুরের শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। শিক্ষকদের রেশন দোকানে নজরদারি ও লাইনে ভিড়ের তদারকি করার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এটা শিক্ষকদের কাজ নয়। অপমানিত বোধ করছেন শিক্ষকরা। আমি বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছি।' দুর্গাপুর জেমুয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক বলেন,' শিক্ষকরা মিড-ডে মিলের কাজ করছেন। অনলাইন পঠনপাঠনও করাচ্ছেন। তারপরও এধরনের কাজ কখনই কাম্য নয়।' যদিও এবিষয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক পুর্নেন্দু মাজি বলেন,' নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। সেটাও তুলে নেওয়া হয়েছে।'

বরানগরে নিয়োগী পাড়ায় খোলা হল ব্যারিকেড

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যার জেরে ইতিমধ্যেই সিল করে দেওয়া হয়েছে শহরের একাধিক এলাকা। তবে আতঙ্কের মাঝে খুশির খবর। ব্যারিকেড খুলে দেওয়া হল বরানগরের নিয়োগী পাড়ার।

কিছুদিন আগেই বরানগর নিয়োগী পাড়া আক্রান্তের খোঁজ মেলে। খোঁজ পাওয়া মাত্রই সিল করে দেওয়া হয়েছিল নিয়োগী পাড়া এলাকা। গার্ড রেল দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল ওই এলাকা। তবে, ওই এলাকার করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকাকে গ্রীন জোন বলে ঘোষণা করা হল। পাশাপাশি ওই এলাকায় যে ব্যারিকেড করা হয়েছিল সেই সমস্ত ব্যারিকেড খুলে নেওয়া হল। পাশাপাশি পুলিশের তরফে মাইকিং করে এলাকার মানুষের এলাকা সিল মুক্ত করা হয়েছে সে কথা জানানো হয়। তা জানা মাত্রই বেলুন, হাততালি দিয়ে আনন্দ জানায় এলাকার মানুষেরা।

তৃণমূলের একটা ঘাস নড়ে না মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে : তোপ সুজনের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স): "তৃণমূলের একটা ঘাস নড়ে না মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে" বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুললেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।লকডাউনের মাঝে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে হো চি মিন মূর্তির নিচে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ দেখায় বামেরা।

বুধবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"অডিট কমিটি আমি তৈরি করিনি"। প্রতিবাদে নেমে এই প্রসঙ্গ টেনে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন,"মুখ্যমন্ত্রীকে তো পরামর্শ দেওয়ার আমার কোন সুযোগ নেই। উনি পরামর্শ নেন না।রাজ্য সরকারের একটা পাতা নড়ে না ওনাকে বাদ দিয়ে। তৃণমূলের একটা ঘাস নারে না মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে।সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ বিশ্বাস করবে, অডিট কমিটি হয়েছে উনি মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি সর্বেসর্বা অথচ উনি জানেন না।সবকিছু হয়ে গেল ওনাকে গোপন করে।কারা সরকার চালাচ্ছে তাহলে।মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করুন আমি সরকার চালাচ্ছি না।আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সত্য বলতে জানে না।মিথ্যা বলেন। তা ফাইভ সিক্সের বাচ্চারা জেনে যায় তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে উনি এটাই করছে"।

উল্লেখ্য,করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ রাজ্য সরকার, ভেঙে পড়েছে গণবন্টন ব্যবস্থা, রেশনে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি, এরকম নানান অভিযোগ তুলে কলকাতায় প্রতিবাদ দেখায় বাম নেতারা। এদিন প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু,বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও আরও অনেক বাম নেতারা।

লকডাউনের পরবর্তী সময় নিয়ে কোন নির্দেশিকা দেয়নি কেন্দ্র : মুখ্যসচিব

কলকাতা, ৩০এপ্রিল (হি. স.): লক ডাউন শেষে কিভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানায়নি কেন্দ্র। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্র দ্রুত গাইডলাইন প্রকাশ করবে বলেও এদিন আশা প্রকাশ করেন মুখ্যসচিব রাজিব সিনহা।

নবান্নে এদিন মুখ্যসচিব জানান, 'রাজ্যের বক্তব্য কেন্দ্র কে জানানো হয়েছে। লকডাউন শেষ এর পর কি হবে তা বিশদে জানায়নি কেন্দ্র। আশাকরি কেন্দ্র দ্রুত গাইডলাইন প্রকাশ করবে।' অন্যদিকে রাজ্যে ভিন রাজ্য থেকে যে সমস্ত মানুষ ফিরবেন তাদের প্রতি বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করার কথা জানিয়েছেন মুখ্য সচিব। এ প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব বলেন, 'এখন যদি সবাই বলে আমরা রাজ্যের লোক রাজ্যে আসতে চাই তখন সমস্যা হয়ে যাবে। ধাপে ধাপে সবাইকে ফেরানো হবে। স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সাবধান হতেই হবে।' রাজ্যে যারা ফিরবে তাদের নিয়ে পরিকল্পনা চলছে বলেও জানান তিনি।

সর্তকতা অবলম্বন এর কথা জানিয়ে মুখ্য সচিব যোগ করেন, 'ভিন রাজ্য থেকে যারা এখন ফিরবে তাদের কনটেইনমেন্ট জোনে কোন ভাবেই ঢুকতে দেওয়া হবে না।' এরপরেও যারা ভিন রাজ্য থেকে আসবেন বা রাজ্য তথা দেশের বাইরে যাবেন তারা দুই তরফের সরকারকেই বিষয়টি জানিয়ে রাখার আবেদন করেন তিনি। এর ফলে পরবর্তীকালে কোন সমস্যা হলে সে ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বৃহস্পতিবার আগরতলার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বসত বাড়ি

● প্রথম পাতার পর

এটা নাশকতামূলক আগুন লাগানো হয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রেমতলা দমকলকর্মীরা ছুটে আসেন ও পরবর্তীতে আগুন আয়ত্তে আনেন। কিন্তু আগুন নেভানোর আগেই আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আপনার খবর পেয়ে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

এদিকে দমকল কর্মীরা জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসার পূর্বে বসতঘরটি পুড়ে গেলেও সামনে থাকা একটি দোকানঘর বাঁচাতে সক্ষম হন।

অপরদিকে রিনা বেগম নিজের ঘর নাশকতার আগুনে পুড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে বাপের বাড়ি বাগন এলাকা থেকে খেরেং জুড়িস্থিত নিজ বাড়িতে ছুটে আসেন। বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, কেউ উনার ঘরে আগুন লাগিয়ে সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে উনার স্বামীকেও কে বা কারা হত্যা করেছিল বলেও উনার দাবি। একমাত্র ঘরের সরঞ্জাম সহ বসত ঘরটি পুড়ে যাওয়াতে রিনা বেগম দুটি মেয়ে সন্তান নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের দাবি অসহায় রিনা বেগমকে স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যেন একটু সাহায্য করেন।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

থাকে। ঘটনার সময় অমলেশ নাকি বাড়িতে ছিল না। ঘটনার পর নাকি সে বাড়িতে আসে এবং মাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। কিন্তু এলাকাবাসীর বক্তব্য ঠিক উল্টো। এলাকাবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী এটা আত্মহত্যা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত খুন।

ছেলে নিজেই তার মাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে। পুলিশ সুষ্ঠু তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ঘোয়াই থানার পুলিশ। খোয়াইয়ের বারবিল গ্রামে মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আসল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। তাই আজ তিনি কোনও অনুমতি না নিয়ে ধরনায় বসে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অবশ্য কিছুক্ষণ পর মৃণালকান্তিকে ছেড়ে দিয়েছে।

গুরুতর আহত তিন

তিনের পাতার পর

পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকারই মেদলি চা বাগানে গত ২১ এপ্রিল গরু চরাতে গিয়ে বেলা ২.৩০ মিনিট নাগাদ বুনো শূকরের হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল জনৈক রামধনি গোড় (৫৩)-এর। সেদিনের একই ঘটনায় আহত হয়েছেন অশ্বিণী বাল্মিকদাস (৩০) নামের অন্য একজন। তিনি এখনও করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পঞ্চায়েত প্রধান ও তার পরিবারের উপরে হামলা, লুঠপাঠের অভিযোগ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে

মথুরাপুর, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : রেশন কার্ডের দুর্নিতীর অভিযোগ তুলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এলাকার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। মহিলা প্রধান শীলা হালদারের স্বামী বাপি হালদার ও দেওর এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদেরকে উদ্ধার করে মথুরাপুর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদেরকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত সদিয়াল গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মথুরাপুর-১ ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে প্রধান শীলা হালদার ও তার স্বামী ওই ব্লকের যুব নেতা বাপি হালদার সদিয়াল গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আচমকা জনা পঞ্চাশেক স্থানীয় বাসিন্দা লাঠি, লোহার রড, কাটারি নিয়ে ওই প্রধানের বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। হামলাকারীরা শীলাদেবীর শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়ায় কড়ইলং শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল ।। বিজেপি তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের কড়ইলং শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুস্থ ৩৩০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, ছিলেন এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ শক্তি কেন্দ্রের কার্যকর্তারা। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের অনুষ্ঠান হয় সকাল ১১টা নাগাদ। এদিনের এই শক্তি কেন্দ্রের অধীনে ২১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ নং বুথ এলাকাগুলোর তিনশ ত্রিশ পরিবারের দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব সহ অন্যান্যরা। ত্রাণ সামগ্রীগুলির মধ্যে ছিল চাল, তৈল, আলু, সয়াবিন সহ অন্যান্য সামগ্রী। পরে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের কাজকর্মে সন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা মানুষের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে থাকেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব অংশের মানুষের মধ্যে আগামীদিনেও এ ধরনের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, থানায় মামলা, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতে ধারাবাহিক কুৎসা, অপপ্রচার ও হত্যার হুমকির নিন্দা করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। এই ব্যাপারে জনৈক সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে আজ পশ্চিম থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাব এই ধরনের ঘটনা গভীর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলে মনে করছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাব এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটি চিঠিও দিয়েছে।

অনুরূপ চিঠি ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন এই ঘটনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সৈকত তলাপত্রের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে।

কোয়ারেন্টাইনে

● প্রথম পাতার পর

তাদের এখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছেউ তাঁর কথায়, উদয়পুর নিবাসী ওই পরিবারকে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল। কিন্তু রাতেই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়উ তাঁর দাবি, উদয়পুরের অমরসাগর দক্ষিণপাড়াস্থিত পুলিশ সুপারের সরকারি আবাসনের বিপরীতে অবস্থিত ওই পরিবারের প্রতিবেশী চারটি বাড়ি আজ কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।

এদিকে, বাইখোরা নিবাসী চেন্নাই থেকে ফেরা ওই পরিবারকেও প্রথমে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল। কিন্তু চালকের রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এ-বিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, ওই পরিবারের দুই সদস্যের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তবে, ওই পরিবারের সাথে আশপাশের কারোর কোনও যোগাযোগ হয়নি। তাই, অন্য কাউকে কোয়ারেন্টাইন করার প্রয়োজন পড়েনি।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এ-বিষয়ে বলেন, ত্রিপুরা এখনও বিপদমুক্ত বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকার সুযোগ নেই। তাঁর বক্তব্য, লক্ষণহীন অনেকেই দেশে করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। ফলে, কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা বিপদমুক্ত বলে মনে করা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, এই ঘটনা বহিঃ রাজ্যে যারা আটকে রয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে। কারণ, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সমস্ত ঘটনাই বহিঃরাজ্য থেকে আসার ফলেই ঘটেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে বহিঃরাজ্য থেকে যারা ত্রিপুরায় ফিরছেন তারা কতটা বিপদমুক্ত সেই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, বহিঃরাজ্যে লকডাউনে দিশেহারা ত্রিপুরার নাগরিকদের বোঝার সুযোগ নেই, যে গাড়িতে তারা ত্রিপুরায় ফিরবেন ওই গাড়ির চালক করোনা মুক্ত কি না। ফলে, নিজ উদ্যোগে রাজ্যে ফেরাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নতুন চিন্তাধারা করবে কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, গতকাল সর্বদলীয় বৈঠকেও এই বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

হয় ওই বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই বিকেলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট মারা যান এই সর্বকালের সেরা ফুটবলার।১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোহনবাগানের জুনিয়র দলে খেলেন। তিনি। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন। দেশের হয়ে ১১ টি গোল করেছেন তিনি। হাজার ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে তার নেতৃত্বে সোনা জেতে মোহনবাগান। ১৯৬৪ সালে তার নেতৃত্বে রূপো পায় তাঁর দল।

১৯৬৮ সালে ফুটবল জগত থেকে অবসর নেন তিনি। এরপর ক্রিকেট খেলায় মনোনিবেশ করেন এবং রঞ্জি ট্রফিতে তিনি বাংলার অধিনায়কত্ব করেন। তিনি দুবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিলেন। তিনি ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন এবং ডানহাতে মিডিয়াম পেস বল করতেন। তিনি ৪৬টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলে একটি সেঞ্চুরি সহ ১৫৯২ রান করেছিলেন। তিনি বল করে ৪৭টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চুনী গোস্বামী অর্জুন পুরস্কার এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন।২০০৫ সালে তিনি মোহনবাগান রত্ন পান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার

আটের পাতার পর

খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব যিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন"।

আরও একটি টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন," তাঁর মৃত্যুতে ক্রীড়া, বিশেষত ফুটবলের জগতে বিপুল শূন্যতার সৃষ্টি হল।খেলাধুলার প্রতি আবেগের সাথে তার এক সেরা জড়িত এক পুত্রকে হারাল বাংলা।আমি চুনী গোস্বামীর পরিবার- পরিজন, ফুটবলপ্রেমী ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি"।

উল্লেখ্য,বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.২৫ নাগাদ যোধপুর পার্কের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চুনী গোস্বামী। এদিন বেলা বারোটা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় ওই বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই বিকেলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট মারা যান এই সর্বকালের সেরা ফুটবলার।১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোহনবাগানের জুনিয়র দলে খেলেন। তিনি। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন। দেশের হয়ে ১১ টি গোল করেছেন তিনি। হাজার ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে তার নেতৃত্বে সোনা জেতে মোহনবাগান। ১৯৬৪ সালে তার নেতৃত্বে রূপো পায় তাঁর দল। ১৯৬৮ সালে ফুটবল জগত থেকে অবসর নেন তিনি। এরপর ক্রিকেট খেলায় মনোনিবেশ করেন এবং রঞ্জি ট্রফিতে তিনি বাংলার অধিনায়কত্ব করেন। তিনি দুবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিলেন। তিনি ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন এবং ডানহাতে মিডিয়াম পেস বল করতেন। তিনি ৪৬টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলে একটি সেঞ্চুরি সহ ১৫৯২ রান করেছিলেন। তিনি বল করে ৪৭টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চুনী গোস্বামী অর্জুন পুরস্কার এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন।২০০৫ সালে তিনি মোহনবাগান রত্ন পান।

মুখ্যসচিবকে চিঠি তিনটি বামপন্থী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রাজ্যের কৃষক, জুমিয়া, দিন মজুর এবং রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে আটকে পড়া শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা, জিএমপি এবং ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন। এই তিন সংগঠনের নেতৃত্বরা বৃহস্পতিবার জিএমপির সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী, ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ভানুলাল সাহা এবং সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক নারায়ণ কর এই চিঠি ও স্মারক মুখ্যসচিবের কাছে পাঠিয়েছেন। স্মারকলিপিতে তারা ওই সমস্ত লোকদের কোভিড-১৯ এর প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবী জানিয়েছেন।

ঋষি কাপুর

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি ডিরেক্টর এবং প্রযোজকও ছিলেন ঋষি কাপুর। ১৯৭৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৯২টি ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ঋষি।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বুধবারই মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ঋষি কাপুরকে। ঋষির সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন তাঁর স্ত্রী নীতু সিং। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হয়েছেন ঋষি কাপুর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন ঋষি। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছিলেন ঋষি কাপুর। আমেরিকায় প্রায় এক বছর ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলেছিল। ২০১৮ সালে প্রথম জানা গিয়েছিল, ঋষি ক্যান্সারে আক্রান্ত।

বৃহস্পতিবারই প্রয়াত ঋষি কাপুরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। তাঁর মুখাগ্নি করলেন ছেলে রণবীর কাপুর। লকডাউনের জেরে শ্মশানে বেশি লোকজনে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পরিবারের লোকজন এবং কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই শ্মশানে ছিলেন।

ঋষি কপুরের শেষকৃত্যে যোগ দিতে শ্মশানে যান অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। এছাড়া আত্মীয় আরমান জৈন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা ছিলেন। পুলিশ ১৫-২০ জনের বেশি লোককে শ্মশানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। এদিন বাবার শেষকৃত্যে যোগ দিতে তাঁর মেয়ে ঋদ্ধিমা সাহনিকে দিল্লি থেকে মুম্বই আসার জন্য বিশেষ অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আর পি মীনা জানিয়েছেন, 'ঋদ্ধিমার সঙ্গে আরও চারজনকে মুম্বই যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন ভরত সাহনি, সামারা সাহনি, অক্ষয় সাহনি ও দৃগলক্ষ্মী রাই।'

কাপুর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'গত দু'বছর ধরে চিকিৎসা চলা সত্ত্বেও, তিনি চনমনে ছিলেন। তিনি জীবন পুরোপুরি উপভোগ করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের বিষয় ছিল পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, খাওয়া ও চলচ্চিত্র। তাঁকে দেখে সবাই এটা ভেবে অবাক হয়ে যেতেন, তিনি কীভাবে অসুখকে শরীর ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে দেননি! তাঁকে চোখের জলে নয়, হাসিমুখে স্মরণ করাই ভাল।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং ৪০০ জন যাতে ব্যবসা শুরু করতে পারে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ১০ জনকে নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের এবং ১ বছরের মধ্যে ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাতে রাজ্যে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন।

সিপিএমের

আটের পাতার পর

সম্মুখিন হচ্ছে। বিশেষ করে চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে এফসিআই অধিক দাম রাখছে। যেখানে শাসক দল বিজেপি প্রতি কেজি চাল ১৩টাকা দরে ক্রয় করছে। সেখানে সিপিএম সহ অন্যান্য এনডিওগুলিকে ২২ টাকা প্রতি কেজি দরে ক্রয় করতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে এফসিআই কর্তৃপক্ষও তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারছে না।

গৌতম দাশের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির ক্যাডার বাহিনী সিপিএম কর্মী সমর্থকদের খাদ্য সামগ্রী বিলি বন্টনে বাধা দিয়ে চলেছে। বামুটিয়া, নড়সিংগড় ইত্যাদি জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে সিপিএম নেতৃত্ব।

তিনি গতকাল অনুষ্ঠেয় সর্বদলীয় বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, রাজ্যের জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতালগুলির ওপিডি চালু করে সেখানে করোনা টেস্টের ব্যবস্থা করার দাবী জানানো হয়েছে। সেই সাথে রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে আগামী তিনমাস রাজ্য সরকার যাতে অনুদান দেয় এবং সেইসাথে সাত কেজি করে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ এবং ভোজ্য তেল যাতে সরবরাহ করা হয় সেই দাবীও জানানো হয়েছে গতকালের সর্বদলীয় বৈঠকে।

দুঃসাহসিক চুরি

আটের পাতার পর

পর্যন্ত সংখ্যক পুলিশ কর্মীকে টহলে পাঠানো হয়না বলেও বিভিন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। রাতের শহর পরিক্রমা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা নেই

আটের পাতার পর

একটি টিম বসেছে যারা বহির্রাজ্য থেকে আসছেন। তাদের নথিপত্র থেকে ফরম ফিলাপ করা হচ্ছে। অপরদিকে চেন্নাই থেকে আগত অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার চুরাইবাড়ি থানায় এসেছে। থানার বড় বাবুর রুমের চেয়ারেও বসছে। এমতাবস্থায় পুলিশ মহলে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কড়া সতর্কতা থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় এখনও টিলেমি রয়ে গেছে। যে জায়গায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নাম লিপিবদ্ধ করা হয় সেই জায়গায় দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার প্রবেশদ্বারকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা করুক নইলে কোনওভাবেই করোনার ঝুঁকি এড়ানো যাবে না।

আটকে দিল জনতা

আটের পাতার পর

বর্তমানে সমগ্র রাজ্য জুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন উত্তর জোলাইবাড়ি এলাকায় বসবাসকারী গরিব লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো উত্তর জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েতের উপ প্রধঅন সুভাশিষ আচার্য্য। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ির বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ববি নমঃ। সকলের উপস্থিতিতে আজ গরিব লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপ প্রধানের এই ধরনের উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

পাচের পাতার পর

তা খতিয়ে দেখে কেন্দ্রের তরফে এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সচিব জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই লক ডাউন নিয়ে রাজ্য সরকারের গঠিত তিনটি টাস্কফোর্সের তরফে আজ রিপোর্ট জমা পড়েছে বলে মুখ্য সচিব জানান।

বৃহস্পতিবার গোকুলনগরে অভয় মিশনে সিআরপিএফ'র ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ থেকে মাস্ক বিলি করা হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

প্রভিশন্যাল আইপিএস অফিসারের মারে গুরুতর জখম দুই কাকড়াবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ এপ্রিল ।। কাকড়াবন এলাকায় দোকানে ঢুকে ক্রেতাকে এবং বিক্রেতাকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো এক প্রভিশন্যাল আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ কাকড়াবন থানার আইপিএস অফিসার এলাকার বাসিন্দা রূপ মিঞা (ব্যবসায়ী) এবং ক্রেতা উৎপল মজুমদারকে বেধরক মারধর করেন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করে। পরে বিষয়টি গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ এবং মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়কে জানান। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌছে আহত দুইজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ করা যায়, কাকড়াবন থানার প্রভিশন্যাল আইপিএস রমেশ যাদবের এই ধরনের ভূমিকা ইতিপূর্বেও দেখা গেছে।

গোটা দেশ

আটের পাতার পর

কারণ এটিই আপনার শিল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিল"।

কিংবদন্তী অভিনেতা ঋষি কাপুরের অকাল-প্রয়াণে ব্যথিত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ঋষির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, সর্বদা হাসিমুখ, চিরনবীন ব্যক্তিত্ব, তিনি এতটাই পরিপূর্ণ যে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তা ভাবতেই পারছি না। রাষ্ট্রপতি আরও লিখেছেন, ঋষির প্রয়াণ ভারতীয় বিনোদন জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের জানাই সমবেদনা।

দীর্ঘ দু"বছর লিউকেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা, ডিরেক্টর, প্রযোজক ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ঋষি কাপুর।

ঋষি কাপুরের মৃত্যুতে টুইটারে শোক প্রকাশ করলেন বলিউডের মি. পারফেকশনিস্ট অমির খান। টুইটারে তিনি লেখেন, "পরপর জোড়া ধাক্কায় বেসামাল বলিউড"।

তাঁর কথায়, দুর্দান্ত অভিনেতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিরাট হৃদয়ের মানুষ। রোগের সঙ্গে লড়ার সময়েই তাঁর মুখের হাসি মোছেনি। কেরিয়ারের শুরুর অনেক রোম্যান্টিক ছবিতেই আমিরের অভিনয়ে নাকি ছায়া পড়েছিল সদ্যপ্রয়াত অভিনেতার। এমন পরিবারে জন্মেছিলেন ঋষি কাপুর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই রুপোলি পর্দার তাবড় কুশীলব। ভারতীয় সিনেমা মনে রাখবে অভিনেতার অবদান। হিন্দি ছবিতে অপূরণীয় ক্ষতি ঋষি কাপুরের মৃত্যু। টুইটে আমির খান শেয়ার করেন "ফানা" ছবিতে ঋষি কাপুরের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের কথা। জানান, মাথা পর্যন্ত ডুবে থাকতেন অভিনয়ে। ১০০ শতাংশ দিতেন প্রতিটি শটে। শট পছন্দ না হলে বারবার রি-টেক করতে বলতেন। শরীরের বয়স হয়েছিল তাঁর। মনের নয়। তাই নব্য প্রজন্মের সঙ্গেও দারুণ ভাবে মানিয়ে নিতে পারতেন তিনি। ভীষণ হুল্লোড়ে ছিলেন। সেটে কাজল আর তাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ খুনসুটিতে মাততেন। ঋষি কাপুরের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুরের আকস্মিক প্রয়াণে ব্যথিত ও শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঋষির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বহুমুখী, স্নেহময় ও প্রাণবন্ত-এমমটাই ছিলেন ঋষি কাপুর।

দীর্ঘ দু"বছর লিউকেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা, ডিরেক্টর, প্রযোজক ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ঋষি কাপুর। ঋষির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "বহুমুখী, স্নেহময় ও প্রাণবন্ত-এমমটাই ছিলেন ঋষি কাপুরজি। প্রতিভার পাওয়ারহাউস ছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র এবং ভারতের অগ্রগতিতে প্রবল উৎসাহী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে স্তব্ধ। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা। ওম শান্তি।"

অভিনেতা ঋষি কাপুরের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। ঋষির প্রয়াণের দুঃসংবাদ শোনার পরই টুইট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রতিভাধর ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন চলচ্চিত্র অভিনেতা ঋষি কাপুরের প্রয়াণে স্তব্ধ ও ব্যথিত। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজেতা, তিনি ১৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী এবং সমগ্র চলচ্চিত্র জগতকে সমবেদনা।"

ঋষি কাপুরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী টুইট করেছেন, ঋষি কাপুরকে ভীষণভাবে মিস করব। রাহুল টুইটারে লেখেন, "আরও এক কিংবদন্তী ঋষি কাপুরের প্রয়াণ, ভারতীয় সিনেমার অত্যন্ত খারাপ সপ্তাহ।" রাহুল আরও লিখেছেন, "একজন দুর্দান্ত অভিনেতা, সমস্ত প্রজন্মই তাঁর অনুরাগী, তাঁকে ভীষন মিস করব। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগীদের সমবেদনা।"

অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেতা ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে অভিনেতা ঋষি কাপুরের। প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুরে অকাল-প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। জাভড়েকর শোকবার্তায় জানিয়েছেন, অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন ঋষি কাপুর, তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ বেদনাদায়ক।

ঋষি কাপুরের প্রয়াণের দুঃসংবাদ শোনার পরই টুইট করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর লিখেছেন, "ঋষি কাপুরের আকস্মিক প্রয়াণ খুবই বেদনাদায়ক। শুধুমাত্র একজন অভিনেতাই নন, অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের গভীর সমবেদনা। ওম শান্তি।"

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বুধবারই মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ঋষি কাপুরকে। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হয়েছেন ঋষি কাপুর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন ঋষি। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছিলেন ঋষি কাপুর। আমেরিকায় প্রায় এক বছর ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলেছিল।

বলিউড অভিনেতা ইরফান খানের অকাল-প্রয়াণে এমনিতেই শোকস্তব্ধ সমগ্র ভারত। শোকস্তব্ধ ভারতবাসীর জন্য আরও একটি দুঃসংবাদ! প্রয়াত হলেন প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে ঋষি কাপুরের প্রয়াণের দুঃসংবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ টুইটারে লিখেছেন, "ঋষি কাপুর...চলে গেলেন... এইমাত্র বিদায় নিলেন...আমি স্তব্ধ!"

১৯৫২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের চেম্বুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঋষি কাপুর। অভিনয়ের পাশাপাশি ডিরেক্টর এবং প্রযোজকও ছিলেন ঋষি কাপুর। ১৯৭৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৯২টি ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ঋষি।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বুধবারই মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ঋষি কাপুরকে। ঋষির সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন তাঁর স্ত্রী নীতু সিং। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হয়েছেন ঋষি কাপুর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন ঋষি। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছিলেন ঋষি কাপুর। আমেরিকায় প্রায় এক বছর ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলেছিল। ২০১৮ সালে প্রথম জানা গিয়েছিল, ঋষি ক্যান্সারে আক্রান্ত।

াঙ্গন

লালা ব্যবহার বন্ধ হলেই ক্রিকেট নিরাপদ হয়ে যাবে না

বলে লালার ব্যবহার বন্ধে তেমন কোনো সুফল দেখছেন না ডেভিড ওয়ার্নার। খেলতে গেলে এক সঙ্গে একই ড্রেসিংরুমে থাকা, প্রয়োজনে একে অপরের সরঞ্জাম ব্যবহার করার মতো ব্যাপারগুলো ঘটবে। তাই ক্রিকেটকে নিরাপদ করতে স্রেফ লালা ব্যবহারে বিধি-নিষেধ আরোপের কোনো দরকার দেখছেন না অস্ট্রেলিয়ান এই ওপেনার।

বল চকচকে রাখতে লালা বা থুতুর ব্যবহার চলে আসছে যুগ-যুগ ধরে। স্বাস্থ্যঝুঁকির চিন্তায় এ নিয়ে প্রশ্ন আগেও ছিল, সেটা উচ্চকিত হয়েছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর। কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য আপাতত মাঠের ক্রিকেট বন্ধ। খেলা আবার শুরু হলে লালা ব্যবহার নিরাপদ হবে কী না, এ নিয়ে সংশয় অনেকের। ব্যাট-বলে ভারসাম্য রাখতে আইসিসি বল পলিশে কৃত্রিম বস্তু ব্যবহারের কথা ভাবছে।

খেলতে গেলে একজন ক্রিকেটার ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারেন আরও অনেকভাবে। তাই শুধু বলে লালার ব্যবহারে বদল আনার কোনো কারণ দেখছেন না বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

“এটা একশ বছর ধরে চলে আসছে। এর জন্য কেউ অসুস্থ হয়েছে আমার জানা নেই। ড্রেসিং রুম শেয়ার করা হচ্ছে, বাকি সবকিছুই শেয়ার করা হচ্ছে, লালা ব্যবহারে বদল আনার কোনো কারণ আমি দেখি না। আপনি যেকোনো ভাবে জীবানুর সংস্পর্শে আসতে পারেন। আমার মনে হয় না শুধু লালা থেকে সেটা হতে পারে।”

“আমি নিশ্চিত নই। তবে এটা করা উচিত কী-না, মন্তব্য করার কাজ আমার নয়। এটা আইসিসি ও গভর্নর বডির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।”

বল শাইন করতে লালা ব্যবহারের পুরোপুরি বিরোধী জহির খান। এতে শুধু ক্রিকেটাররাই নয়, দর্শকেরও সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করছেন ভারতের সাবেক তারকা এই পেসার।

“বিষয়টি সমধান করতে হবে। বলে যে শুধু আলাদা একজনই লালা দেয় তার নয়, পুরো এগারোজনই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন দর্শকপূর্ণ একটি স্টেডিয়ামে খেলা হয়, যখন বল ছক্কা হয়, বল ভিড়ের মাঝে গিয়ে পড়ে এবং লোকে স্পর্শ করে। তাই বল চকচকে করতে লালার ব্যবহারে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। বলের মাধ্যমে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।”

লালার বদলে কৃত্রিম বস্তু ব্যবহারের পক্ষে-বিপক্ষে নিজেদের মতামত দিয়ে যাচ্ছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান মাইক হাসির কৃত্রিম বস্তুর ভাবনা একদমই পছন্দ হয়নি।

“আশা করছি, খেলাটিতে খুব বেশি বদল আনা হচ্ছে না এবং একটা সময় পর সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।”

‘মানসিক শক্তির কারণেই আমি বার্সায়’

দুই মাস আগে বিশেষ পরিস্থিতিতে বার্সেলোনা তাকে দলে নেওয়ায় একরকম হঠাৎ করেই চলে এসেছেন আলোচনায়। সমালোচনাও হয়েছে বেশ। তবে ক্যারিয়ারে আচমকা এমন মোড়, লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে মোটেও অবাক নন মার্টিন ব্রাথওয়েট। ক্যারিয়ারের ঠিক এই সময়ে বিশ্বের বড় কোনো ক্লাবে খেলবেন, তা নাকি তিনি আগেই জানতেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে ফরাসি ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছয় মাসের জন্য ছিটকে যাওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে বার্সেলোনাকে খেলোয়াড় কেনার সুযোগ দেয় লা লিগা কর্তৃপক্ষ। সেই সুযোগে লেগানেস থেকে ডেনিশ ফরোয়ার্ড ব্রাথওয়েটকে দলে ভেড়ায় স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।

ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদালের সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই ব্রাথওয়েটকে বলা হয়েছিল, তাকে কেনার মূল কারণ। সেটা হলো তার মানসিক দৃঢ়তা। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তা জানান ২৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

“আমার মনে হচ্ছিল, তারা আমার সম্পর্কে সত্যিই জানে। মানসিকভাবে আমি কতটা শক্ত, সেটি তারা জানত। আমাকে নেওয়ার এটি একটি কারণ ছিল বলেও জানানো হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল, আমি এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।”

১৮ বছর বয়সে ব্রাথওয়েট খেলতেন ডেনমার্কের ক্লাব এসবার্গে। তখন সবকিছুকে সেভাবে গুরুত্ব দিতেন না তিনি। একটি ভাঙা পা বদলে দিয়েছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। নোটবুকে জীবনের লক্ষ্য লিখতে শুরু করেন তিনি।

“তখনই আমি পেশাদার ফুটবলার ছিলাম। কিন্তু দায়িত্বকে আমি সম্মান করিনি...বিষয়গুলো আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম।”

এক বছর পরের ঘটনা, ফরাসি ক্লাব তুলুজে যোগ দেওয়ার পর একদিন হোটেলে থাকার সময় নোটবুকটা বের করেন তিনি।

“একটি পাতায় লেখা কিছু লক্ষ্য চোখে পড়ল, সম্ভবত তিন-চার বছর আগের। দেখলাম, আমি তুলুজ লিখেছিলাম। যখন এটি দেখলাম, ভাবলাম, ‘বাহ, আমার মানসিক শক্তি তো সত্যিই দারুণ’।”

“আমি লিখেছিলাম, আমার বয়স যখন ২৭ বা ২৮ হবে, তখন আমি বিশ্বের বড় কোনো ক্লাবে খেলব। আর এখন আমি এখানে। আমি যা বলেছিলাম ১০ বছর আগে।”

বিশ্বকাপ ফাইনালের জার্সি দান করছেন নিকোলস

অভিষেক বিশ্বকাপের প্রতিটি স্মারক নিঃসন্দেহে খুব মূল্যবান হেনরি নিকোলসের কাছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন জীবন বাঁচানোর, সাহায্যের হাত বাড়াতে দ্বিধা করেননি নিউ জিল্যান্ডের এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। ইউনিসেফ নিউ জিল্যান্ডকে দান করছেন ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের জার্সি। বিশ্বকাপ দলের সব ক্রিকেটারের স্বাক্ষর রয়েছে জার্সিটিতে।

তবে জার্সিটি কোনো নিলামে তোলা হচ্ছে না বলে নিউ জিল্যান্ডের সংবাদ মাধ্যম স্টাফকে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন নিকোলস। আগামী সোমবার পর্যন্ত জার্সিটি নিতে আগ্রহীরা যার যা সামর্থ্য সে অনুসারে দান করতে পারবেন। এরপর একটি লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে, জার্সিটি কে পাবেন।

“আমি নিলামের মত জিনিস থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি, যেখানে সর্বোচ্চ মূল্য হাঁকানোরা জিতে যায়। আমি ব্যাপ্তি আরও বাড়াতে চেয়েছি, যেন যে কেউ ৫ কিংবা ১০ ডলার দান করতে পারে এবং লটারিতে জার্সিটি জেতার সুযোগ পেতে পারে।”

লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনালে কিউইদের দারুণ শুরু এনে দিয়েছিলেন নিকোলস। ৭৭ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। একের পর এক নাটকীয়তায় ম্যাচটি হয়ে গেছে ক্রিকেট গল্প-কথার অংশ। মূল ম্যাচের পর টাই হয় সুপার ওভারও। বাউন্ডারিতে এগিয়ে থাকায় শিরোপা জেতে ইংল্যান্ড।

এই ম্যাচের জার্সির মাধ্যমে মানুষের দান করার আগ্রহ বাড়াতে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন ২৮ বছর বয়সী নিকোলস।

“যখন থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে, পুরো নিউ জিল্যান্ডে পার্সেল খাদ্যের চাহিদা তিনগুন বেড়ে গেছে। আমি চিন্তা করেছি, দানের জন্য মানুষের আগ্রহ বাড়াতে জার্সিটি ব্যবহার করতে পারি।”

মিথ্যা খবরে চটেছেন ডি ভিলিয়ার্স

এবিডি ভিলিয়ার্সকে ফের দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কত্বের প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড, বুধবার (২৯ এপ্রিল) এমন এক সংবাদ চাউর হয় কয়েকটি গণমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন ডালপালা মেলার আগেই ছেঁটে দিয়েছেন ৩৬০ ডিগ্রি খ্যাত প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান। মিথ্যা সংবাদে চটে যাওয়ার পাশাপাশি ডি ভিলিয়ার্স জানিয়েছেন, এই খবর সত্য নয়।

ভারতীয় ক্রীড়া চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের ‘ক্রিকেট কানেক্টেড’ নামের এক অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ডি ভিলিয়ার্সকে প্রোটিয়াদের অধিনায়কত্বের প্রস্তাব দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড। পরে সেই সংবাদের ভিত্তিতে আরও কয়েকটি গণমাধ্যম একই সংবাদ প্রকাশ করে।

অসত্য এই খবরের উত্তর দিতে গিয়ে ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করে বুধবার নিজের অফিসিয়াল টুইটারে ৩৬ বছর বয়সী ডানহাতি ব্যাটসম্যান লেখেন, ‘প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট আমাকে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দিতে বলেছে, খবরটি সত্য নয়। এই সময়ে কি বিশ্বাস করবেন তা বোঝা কঠিন। অদ্ভুত সময়। সবাই নিরাপদে থাকুন।’

২০১৮ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিহাসের সেরা এই ব্যাটসম্যান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গুঞ্জন চলছে, অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে ফিরতে পারেন ডি ভিলিয়ার্স। গুঞ্জনটা যে মিথ্যা নয় তা নিজেই জানিয়েছেন প্রোটিয়া তারকা। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে যাওয়া এবি আগেই জানিয়েছিলেন, যদি ভালো অনুভব করেন তবেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ মার্ক বাউচারও জানিয়েছিলেন, যদি ভালো ফর্ম দেখাতে পারেন এবং নিজেকে ‘এই কাজের জন্য সেরা’ হিসেবে প্রমাণ করতে পারেন তবে ২০২০ সালের অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ডি ভিলিয়ার্সকে দলের জন্য বিবেচনা করা হতে পারে।’

চুক্তি থেকে বাদ শন মার্শ, ফিরলেন মিচেল মার্শ

স্টিভ ওয়াহ ও মার্ক ওয়াহর গল্পটা অনেকের জানা। স্টিভ যখন বাদ পড়লেন, তার জায়গায় প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ পেয়েছিলেন চার মিনিটের ছোট ভাই মার্ক ওয়াহ। যদিও প্রথমবার নয়, তবু শন ও মিচেল মার্শের ক্ষেত্রেও অনেকটা হয়ে গেল একইরকম। অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন বড় ভাই শন মার্শ, চুক্তিতে ফিরলেন ছোট ভাই মিচেল মার্শ।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নাম জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার। এবার চুক্তিতে আছেন ২০ জন ক্রিকেটার।

আগেরবারের চুক্তি থেকে বদল আছে বেশ কিছু।

দলে জায়গা হারানোর পর এবার চুক্তি থেকেও বাদ পড়েছেন উসমান খাওয়াজা ও মাকার্স স্টয়নিস। গত কয়েক বছর দুজনই ছিলেন চুক্তিতে নিয়মিত।

মূলত নিজের ফর্মহীনতা ও মার্নাস লাবুশেনের উত্থান মিলিয়েই খাওয়াজা ছিটকে গেলেন তালিকা থেকে। গত অ্যাশেজ থেকে অসাধারণ ফর্মে থাকা লাবুশেন প্রথমবারের মতো পেয়েছেন পূর্ণাঙ্গ চুক্তি।

শন মার্শ, খাওয়াজা ও স্টয়নিসের পাশাপাশি চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন ন্যাথান কোল্টার-নাইল, পিটার হ্যান্ডসকম, মার্কাস হ্যারিস ও অ্যাশটন টার্নার। আগের চুক্তিতে থাকা পিটার সিডল নিয়েছেন অবসর।

মিচেল মার্শের সঙ্গে চুক্তিতে ফিরেছেন অ্যাশটন অ্যাগার, জো বার্নস, কেন রিচার্ডসন ও ম্যাথু ওয়েড।

চুক্তির তালিকা: অ্যাশটন অ্যাগার, জো বার্নস, অ্যালেক্স কেয়ারি, প্যাট কামিন্স, অ্যারন ফিঞ্চ, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথান লায়ন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, টিম পেইন, জেমস প্যাটিনসন, জাই রিচার্ডসন, কেন রিচার্ডসন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জ্যাম্পা।

ভেস্তে যাওয়া লিগে চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

করোনাভাইরাসের প্রকোপে ফ্রান্স তাদের ২০১৯-২০ মৌসুমের ঘরোয়া ফুটবল বাতিল করে দেওয়ার দুই দিন পর পিএসজিকে লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ।

গত ১৩ মার্চ দেশটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবলের সব প্রতিযোগিতা স্থগিত করা হয়েছিল। তখন ১২ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে ছিল পিএসজি; ২৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৮। এক ম্যাচ বেশি খেলা মার্সেই ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে।

বৃহস্পতিবার কনফারেন্স কলে দেওয়া বিবৃতিতে লিগ টু এর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে লরিয়েঁকে।

ভেস্তে যাওয়া লিগে থাকছে দুটি করে ক্লাবের রেলিগেশন ও প্রমোশনও। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে থাকা তুলুজ ও ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৯তম দল আমিয়াঁ নেমে যাবে লিগ টুতে। আর ওই প্রতিযোগিতার শীর্ষ দুই দল লরিয়ঁ ও লঁস উঠে আসবে লিগ ওয়ানে।

ফ্রেন্স লিগের প্রধান দিদিয়ে কিয়ো জানান, তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল হতে পারে। তবে তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল।

আগামী মৌসুমের ইউরোপিয়ান প্রতিয়োগিতায় কোন কোন দল অংশ নিতে পারবে তা অবশ্য বিবৃতিতে জানানো হয়নি। এই সিদ্ধান্ত জানাতে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত তাদের হাতে সময় থাকার কথাও উল্লেখ করেন দিদিয়ে।

“শেষ শ্রদ্ধাটুকু জানানোর সুযোগ পেলাম না” ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

“১৯৭৫ সাল। সময়টা বোধহয় মার্চ-এপ্রিল। মোহনবাগানে যোগ দিয়েছি। সামনে চুনী গোস্বামীকে দেখে বাকরহিত হয়ে গিয়েছিলাম। বড় হয়েছি ওনার খেলা দেখে। খেলা তো নয়, জাদু! লার্জার দ্যান লাইফ।“ এভাবেই স্বজনের বিয়োগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের ফুটবল অধিনায়ক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। সত্তরের দশকের প্রথম পর্ব থেকে টানা প্রায় ১৮ বছর খেলেছেন ময়দানের তিন বড় দলে। দীর্ঘদিন এশিয়াডে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৮০ সালে ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদককে বললেন, এশিয় গেমসে ভারত দু’বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। একবার অধিনায়ক ছিলেন শৈলেন মান্না। ১৯৬২-তে অধিনায়ক ছিলেন চুনীদা। আমরা সেই ভারতীয় দলকে নিয়ে এখনও গর্ব করি। অত ভাল ফুটবল দল এ দেশে আর হয়নি। ভাস্করবাবু বলেন, মোহনবাগান ছিল চুনীদার ধ্যানজ্ঞান। ক্রিকেটে বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু এমন সময় উনি চলে গেলেন যে আমরা বা ময়দানের ফুটবলপ্রেমীরা শেষ শ্রদ্ধাটুকু জানানোর সুযোগ পেলাম না। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। যে সম্মান যাওয়ার পর পেতে পারতেন, লকডাউনে তা পেলেন না বলে খারাপ লাগছে। ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে বলেন, “ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল ফুটবলার হব। পরে চুনী গোস্বামীকে দেখে মনে হত ওঁদের কাছে আমরা যেন ক্ষুদ্র। কর্মসূত্রে আমরা ছিলাম একই জায়গায়, মানে স্টেট ব্যাংকে। ওনার আচরণে কখনও মনে হয়নি উনি এত বড় মাপের ফুটবলার। তাই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশে করোনার প্রভাব, আতঙ্কে রাঘনা সীমান্তে যানবাহন আটকে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ এপ্রিল ঃ করোনা আতঙ্কে মানুষ আটকে দিল বাংলাদেশে এক্সপোর্ট হওয়া ফলের গাড়ি। উত্তরজেলার রাঘনা সীমান্তের রাস্তায় স্থানীয় জনতা ফলের গাড়িগুলি আটকে রাখে। তাদের অভিযোগ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে করোনা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ফলের গাড়িগুলি বাংলাদেশ যাচ্ছে আবার আসছে তা ঝুঁকিপূর্ণ। অ্যাম্বুলেন্স চালক করোনা করোনা পজেটিভ পাওয়ার পর তাদের মনে আরো আতঙ্ক ছড়ায়। যেহেতু গাড়িগুলির পরিমিশন ছিল বৈধ কাগজপত্র আছে সেহেতু স্থানীয় জনতার ভুলে এগুলি আটকা পড়েছে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন এসে স্থানীয় এসে স্থানীয় জনতা কে বুঝিয়ে গাড়িগুলি পাশ দেয়। বিগত কয়েকদিনে ঝড়বৃষ্টিতে কুমারঘাটের উপর দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পরিবহণ করতে গাড়ি চালকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে কুমারঘাটের উপর দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কেও শুরু হয়েছে সড়ক প্রশস্ত করার কাজ। রাস্তার কাজের ক্ষেত্রে রাস্তার উপর ফেলা হয়েছে নতুন মাটি। এর মধ্যেই গত দুদিনের অকাল বর্ষণে বর্তমানে রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়েছে। কুমারঘাট শহরের উপর দিয়ে যাওয়া বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পুরো জল কাদায় একাকার। লকডাউনের ফলে রাস্তায় এমনিতে অন্যান্য গাড়ির যাতায়াত বন্ধ থাকলেরও পন্যবাহী লড়ি থেকে জরুরি পরিষেবার কাজে নিযুক্ত গাড়িগুলোকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ঐ একমাত্র রাস্তাটি ধরেই যেতে হয় আগরতলার উদ্দেশ্যে। আর তাতে করে রাস্তার কারণে কুমারঘাটের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে হচ্ছে গাড়িগুলোকে । বেশ কয়েকটি গাড়ি আবার আটকে পড়েছে কাদায়। এমনটাই জানালেন রাস্তায় আটকে পড়া যান চালকরা। রাস্তার এই করুণ দশার ফলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অ্যাম্বুলেন্সকেও। মূলত রাস্তার কাজ শুরুর আগে রাস্তার পাশে কোন ড্রেন তৈরি না করাতে আশপাশের জল এসে রাস্তায় জমা হবার ফলে রাস্তার এই সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে নিজ প্রতিক্রিয়ায় জানালেন স্থানীয় এক বাসিন্দা।

তিনি জানিয়েছেন বিগত তিন চারদিন ধরেই অল্প অল্প করে এই অচলঅবস্থার সৃষ্টি। রাস্তার এই অচল অবস্থা কাটাতে রাস্তা নির্মাণ সংস্থার তরফে কাজে লাগানো হয়েছে বোলড্রজারকে। লকডাউন চলার ফলে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হলেও রাস্তার এই করুণ অবস্থায় দুর্ভোগ চরমে। উত্তর জোলাইবাড়ির উপ প্রধান সুভাশিষ আচার্য্য এর উদ্যোগে এলাকার গরিব লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিহারের বাইরে আটকে পড়া মানুষজনকে বাড়িতে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে নীতিশের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় : আর কে সিনহা

পাটনা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ও দেশবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে দেশজুড়ে লাগু লকডাউনের জেরে বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক, পড়ুয়া এবং পর্যটকরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই খানিকটা স্বস্তি মিলেছে। এবার তাঁরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, কলামিস্ট এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। একইসঙ্গে কারও নাম উল্লেখ না করেই বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। আর কে সিনহা প্রশ্ন তুলেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিরোধীরা যে বিবাদ উত্থাপন করছে, সর্বাগ্রে তাঁদের বলতে হবে প্রবাসী শ্রমিকরা বিহারের বাইরে গিয়েছিল কেন।

বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত আটকে থাকা শ্রমিক, পড়ুয়া ও পর্যটকদের বিহার নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের নিজ নিজ জেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের পরিজনরা স্বস্তি পাবেন। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেছেন, যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন আরও আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার ছিল, তাঁদের বোঝা উচিত আগের তুলনায় এখন পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি কারণ তখন সংক্রমিতের সংখ্যা ৩ দিনে দ্বিগুন হচ্ছিল এখন পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবাসী শ্রমিক ও পড়ুয়াদের প্রত্যাবর্তন আগের তুলনায় এখন অনেকটাই নিরাপদ হবে, ঝুঁকি কম থাকবে। রাজ্যগুলিকে ৬ দফা নির্শেশিকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকার একদিন আগেই লকডাউনের জেরে অন্য রাজ্যে আটকে থাকা ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক এবং পর্যটকদের নিজ নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এবার নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা মানুষজন। এজন্য বাসের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এ প্রসঙ্গে রাজ্যগুলিকে ৬ দফা নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সমস্ত রাজ্যে নোডাল অথরিটি গঠন করা হবে। এরপর বাড়িতে যেতে ইচ্ছুকদের রেজিস্ট্রেশন হবে। যাত্রার প্রাক্কালে প্রত্যেকের মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে। যাঁদের শরীরে উপসর্গ দেখা দেবে না, তাঁদেরই অনুমতি দেওয়া হবে। যে সমস্ত বাসে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই সমস্ত বাস দূষণ মুক্ত করা হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছনোর পর প্রত্যেককে ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের নিজেদের মোবাইল ফোনে আরোগ্য সেতু অ্যাপ চালু রাখতে হবে।

লেইক চৌমুহনী বাজারে মুদির দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ঃ লকডাউনের মধ্যেই রাজধানীর লেইক চৌমুহনী বাজারে একটি মুদির দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা দোকানের পেছনের দিকে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে নগদ টাকা সহ দেড় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে আসলে দোকান মালিকের নজরে আসে চুরির ঘটনা। দোকানের মালিকের নাম নারায়ণ চন্দ্র সাহা। ঘটনাটি পুলিশকে জোনানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লকডাউন চলাকালে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। চোরের দল গতরাতে লেইক চৌমুহনি বাজারের নারায়ণ সাহার মুদির দোকানে হানা দিয়ে দেড় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। এতোবড় চুরির ঘটনা ঘটলেও বাজারের নাইট গার্ড এবং পুলিশ ঘটনার আঁচ পর্যন্ত পায়নি। পুলিশ ও নাইট গার্ডের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। লকডাউন চলাকালে কিভাবে একের পর এক এসব চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। লেইক চৌমুহনি বাজারের নারায়ণচন্দ্র সাহার দোকানে যেসব জিনসপত্র চুরি হয়েছে তা গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। লকডাউনের মধ্যে কিভাবে চোর এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিয়ে ব্যবসায়ী মহল বিস্মিত। পুলিশি টহল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। চুরির ঘটনা রোধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। লকডাউন চলাকালে দিনের বেলা পুলিশের তাবিদারী পরিলক্ষিত হলেও রাতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিবেকানন্দ ময়দানে অস্থায়ী বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের থার্মাল স্ক্রিনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে অস্থায়ীভাবে লেইক চৌমুহনি সবজি বাজার লকডাউন ঘোষণার পর থেকে বসছে। বাজারে মানুষের ভীড় এড়াতেই বাজার স্থানান্তর করা হয়েছে। বাজারে যারা আসছেন ক্রেতা বিক্রেতা প্রত্যেকের থার্মাল স্ক্রিনিং টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজধানীর প্রধান প্রধান বাজারগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে চালু করা হয়েছে। মহারাজগঞ্জ বাজারের পর বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ ময়দানে অস্থায়ী সবজি বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও থার্মাল স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্ক ছাড়া কাউকে বাজারে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতেই এ ধরনের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মোহনপুরের তারাপুরস্থিত কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ মোহনপুরের তারাপুরস্থিত কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে গতরাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কথিত আছে তারাপুরের কামাখ্যা মায়ের মন্দির জাগ্রত মন্দির । মন্দিরে চুরির ঘটনা বিশ্বাসই করতে পারছেন না এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় লোকজন এবং মন্দিরের পুরোহিত দুলাল ভৌমিক মন্দিরে এসে লক্ষ্য করেন, মন্দিরের মূল ফটক খোলা। ব্যাস কয়েকটি তলা ভেঙে পড়ে আছে। দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখতে পান কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলেছে। মন্দির থেকে মায়ের সোনা ও রুপোর অলঙ্কার এবং প্রায় ১ লক্ষ নগদ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মানুষজন কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে এসে ভিড় করেন। খবর পাঠানো হয় সিধাই থানায়। ছুটে আসে সিধাই থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী এবং টাকা উদ্ধারের কোন খবর নেই।

করোনা ঃ চুড়াইবাড়ি গেইটে চালকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হলেও গাড়ি সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট মানেই রাজ্যের প্রধান সুরক্ষা কবজ। বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চুরাইবাড়ি গেইটের কমপ্লেক্সে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা পরীক্ষা করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এখানে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে মুখের লালারস পরীক্ষা। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণ দেখা যায় তাহলে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হবে। প্রতিদিন শতশত লরি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে। চালক ও সহচালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষারগ পর ছাড়া হচ্ছে।

কিন্তু এখানে কোন গাড়িই স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে না। তা ত্রিপুরার জন্য ঝুঁকির বিষয় বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া বহির্রাজ্য থেকে যারা আসছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। চুরাইবাড়ি থানায় ধর্মনগর এসডিএম অফিসের তত্ত্বাবধানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়াচ্ছে উদ্বেগ, পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ২২৭,০০০

ওয়াশিংটন, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): পৃথিবীব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়াচ্ছে উদ্বেগ। সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যু-মিছিলও অব্যাহত। কোভিড-১৯ মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২২৭,০০০-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩.১ মিনিয়নের বেশি মানুষ। ৩০ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩.১ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২২৭,০০০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ মিলিয়নের বেশি, ইতালিতে সংক্রমিত ২০৩,৫৯১, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৬,৮৯৯, ফ্রান্সে ১৬৬, ৫৪১ এবং ব্রিটেনে ১৬৬, ৪৪১ জন।

মৃত্যু আরও ২ ৫০২ জনের আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৬০,৮৫৩

ওয়াশিংটন, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু থামছেই না, বরং আরও বেড়েই চলেছে। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও ২,৫০২ জন। নতুন করে ২,৫০২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৬০,৮৫৩-তে পৌঁছেছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২,৫০২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০,৮৫৩। মৃত্যু-মিছিল বাড়ছে ব্রিটেনেও। ব্রিটেনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ২৬,০৯৭-এ পৌঁছেছে। মৃত্যুর নিরিখে এখন তৃতীয়স্থানে ব্রিটেন।

আক্রান্তের সংখ্যা থামছেই না, চিনে নতুন করে করোনা-সংক্রমিত ৪

বেজিং, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): চিনে মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গেলেও আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪ জন। আক্রান্ত ৪ জনই দেশান্তরী। এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। চিনে করোনায় মৃত্যুর খবর নেই পরপর ১৫ দিন।

বৃহস্পতিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার (২৯ এপ্রিল সারা দিনে) মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪ জন, এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮৬২। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩৩-তেই থমকে গিয়েছে।

কয়লা ও খনিজক্ষেত্রকে চাঙ্গা করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লিতে এক বৈঠক করেছেন।

ঋষি কাপুরের প্রয়াণে শোক বিহ্বল গোটা দেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুরের আকস্মিক প্রয়াণে শোকে বিহ্বল উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। নিজের শোকবার্তা উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, শুধু চলচ্চিত্র জগৎ নয়। দেশ এক সুপুত্রকে হারালো। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতি নিজের শোক বার্তায় জানিয়েছেন, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য শিল্পী এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা ঋষি কাপুরের অকাল প্রয়াণে আমি শোকাহত। নিজের অভিনয় প্রতিভা দিয়ে বহু দশক ধরে দেশবাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। তার অভিনীত চরিত্রগুলি আমাদের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি এক বহুমুখী প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন, যে বহু প্রজন্মকে প্রভাবিত করে গিয়েছেন।প্রকৃত শিল্পী অনুরাগীদের মনে ও মননে বেঁচে থাকেন। তার শোকবিহ্বল অনুরাগী, পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।উল্লেখ করা যেতে পারে ৬৭ বছর বয়সে মুম্বইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ঋষি কাপুর।

এদিকে, ফর নক্ষত্র পতন সিনে জগতে। ২ বছরের লড়াই শেষে বৃহস্পতিবার দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন অভিনেতা ঋষি কাপুর। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড। অভিনেতা ঋষি কাপুরের মৃত্যুতে টুইট করে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ঋষি কাপুর ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক কিংবদন্তি। তাঁর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটল। তবে পর্দায় তাঁর কাজের অবদান চিরকাল বেঁচে থাকবে। আপনি শান্তিতে থাকুন"।

অন্যদিকে টুইট করে অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, " দু: খিত ও হৃদয়বিচ্ছিন্ন। চিয়ারস স্যার সমস্ত সুন্দর স্মৃতিগুলির জন্য"। টুইট করে তারকা সাংসদ নুসরাত লিখেছেন, কিংবদন্তি শিল্পীর মৃত্যুর খবর পেয়ে খারাপ লাগল। শান্তিতে বিশ্রাম নিন। পরিবার এবং অনুরাগীদের জন্য শক্তি কামনা করে দোয়া"। টুইট করে তারকা সাংসদ মিমি লিখেছেন, "এর চেয়ে বেশি হৃদয় বিদারক আর কিছু হতে পারে না। ঋষিকাপুর স্যার আত্মার শান্তিতে কামনা করি"। টুইট করে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই পৃথিবীতে সময়ের সাথে মানবতার সাথে কিছু মারাত্মকভাবে ভুল হচ্ছে। তবে ঋষি কাপুর কে সব সময় আনন্দের সাথে স্মরণ করা হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

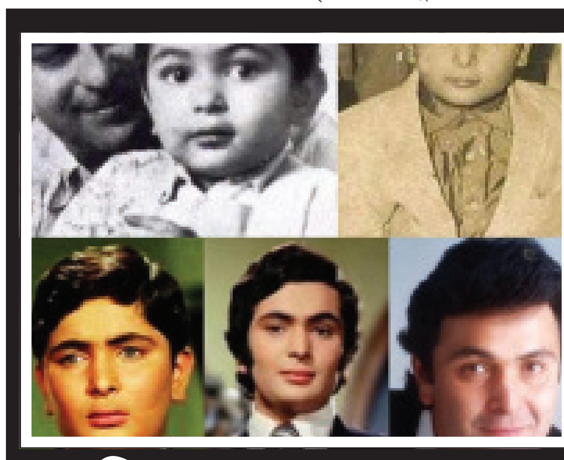

ঋষি কাপুরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ বলিউডের

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল (হি স): শোকস্তব্ধ ভারতবাসীর জন্য আরও একটি দুঃসংবাদ! প্রয়াত হলেন প্রবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুর। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল খারাপ খবরটা দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চনই। ঋষি কাপুরের মৃত্যুতে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন তিনি। গতকাল সকালেই হাসপাতালে ভরতি করা হয় ঋষি কাপুরকে। আর আজ সকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এরপরই টুইট করেন অমিতাভ বচ্চন।

এদিন ঋষি কাপুরের প্রয়াণের দুঃসংবাদ জানিয়ে অমিতাভ টুইটারে লিখেছেন, "ঋষি কাপুর...চলে গেলেন... এইমাত্র বিদায় নিলেন...আমি স্তব্ধ!" এরপর একে একে তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকেই।

রজনীকান্ত : হৃদয় বিদারক। আত্মার শান্তি কামনা করি। হেমা মালিনি : ঋষি কাপুর নেই তা ভাবা যাচ্ছে না। অক্ষয় কুমার : মনে হচ্ছে আমরা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। এটা সত্যিই হৃদয় বিদারক। আমাদের পরিবারের ভালো বন্ধু ছিলেন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া : এটা একটা যুগের অবসান। অনুষ্কা শর্মা : ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। শাহিদ কাপুর : আপনি সবসময় হৃদয়ে থাকবেন স্যার। সলমান খান : চিন্টু স্যার আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি। করণ জোহর : উনি আমার ছেলেবেলা... আমির খান : আমরা আপনাকে খুব মিস করব ঋষিজি। সুনীল শেট্টি : হঠাৎ করে এই বিশাল ক্ষতির কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বরুণ ধাওয়ান : তিনি খুবই প্রফেশনাল ছিলেন। বিদ্যা বালন : আমি যখনই আপনাকে স্ক্রিনে দেখতাম তখনই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত!

দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী বন্টনে বিজেপি বাধা দিচ্ছে, অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় একদিকে যখন গোটা দেশের সাথে রাজ্য সরকার তৎপর রয়েছে তখন বিরোধী দল সিপিএম অভিযোগ করেছে শাসক বিজেপি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাশ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপি বিরোধী দল সিপিএম সহ অন্যান্য এনজিওর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তিনি বলেন, বিরোধী দল সিপিএম করোনা প্রভাবিত রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে খাদ্য সমাগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধার

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সক্রিয় ভাবে কাজ করছে দাবি বিজেপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কোন ধরণের গাফিলতি নেই বলে দাবি করেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। সেই সাথে তিনি সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের অভিযোগও খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, সিপিএম হতাশা থেকে অবান্তর কথাবার্তা বলছে।

নবেন্দু বাবা আরও বলেন, সিপিএম এর জমানাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল তা থেকে এখনও অনেকটাই উন্নত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তলানিতে নিয়ে গিয়েছিল সিপিএম জমানা। বিরোধী দল সিপিএম যে দাবী তুলেছে তা বাস্তবের সাথে কোন মিল নেই।

সমস্ত হাসপাতালে ওপিডি চালু করার বিষয়টি খন্ডন করে নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন রাজ্যের চারটি হাসপাতালে ওপিডি চালু রয়েছে। তাছাড়া দপ্তরের তরফ থেকে বহিঃরাজ্য থেকে আসা লোকদের নজরদারীতে রাখছে। রাজ্যের বাইরে যারা অবস্থান করছে তাদের বিষয়েও খোঁজ খবর রাখছে সরকার। সেই সাথে নবেন্দু ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেছেন, সিপিএম গোপানে গোপনে শহরে লোক জমায়েত করেছিল বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য।

চুনী গোস্বামী মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি স): ফের ক্রীড়া জগতে নক্ষত্র পতন। বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামী। মৃত্যুকালে ফুটবলালের বয়স হয়েছিল ৮২। ফুটবলারের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর।

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আমি গভীরভাবে শোকাহত এটা জেনে কিংবদন্তি ফুটবলার চুনি গোস্বামী আর নেই।একজন সত্যিকারের তারকা এবং একজন ফুটবল আইকন, তিনি ভারতীয় ফুটবলে দেখা সর্বকালের সেরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১০৭৪, দেশে আক্রান্ত ৩৩,০৫০ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা, এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল সংক্রমিতের সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০৭৪ জনের। করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮,৩২৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭১৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৭ জনের।বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,০৫০ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২৩,৬৫১)।

এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০৭৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮,৩২৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১০৭৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু"জনের, দিল্লিতে ৫৬ জনের, গুজরাটে ১৯৭ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১২৯ জন, মহারাষ্ট্রে ৪৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৯ জন, রাজস্থানে ৫১ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৭ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্রই। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৯১৫, দিল্লিতে ৩,৪৩৯, তামিলনাড়ুতে ২,১৬২, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,৩৩২ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৮ জন, বিহারে ৩৯২ জন, চন্ডীগড়ে ৫৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৮ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৪,০৮২ জন, হরিয়ানায় ৩১০ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৮১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১০৭ জন, কেরলে ৪৯৫, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫৩৫ জন, লাদাখে ২২ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৫৬১ জন, মণিপুরে দু"জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১২৫ জন, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ৩৫৭ জন, রাজস্থানে ২,৪৩৮ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০১২ জন, ত্রিপুরায় দু"জন (দু"জনই সুস্থ), উত্তরাখণ্ডে ৫৫ জন, উত্তর প্রদেশে ২,১৩৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৫৮ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।